চতুর্বিংশতিতম পারা

টীকা-৭৮. এবং তাঁর জন্য শরীক ও সন্তান-সন্ততি স্থির করে,

টীকা-৭৯. অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফকে অথবা রসূল আলায়হিস্ সালামের রিসালতকে

টীকা-৮০. অর্থাৎ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র যেই তাওহীদ এনেছেন

রুকূ' – চার

৩২. সুতরাং তার চেয়ে অধিক যালিম কে, যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে (৭৮), এবং সত্যকে অস্বীকার করে (৭৯), যখন তার নিকট আসে। জাহান্নামে কি কাফিরদের ঠিকানা নেই?

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾

৩৩. এবং তিনিই, যিনি এ সত্য নিয়ে তাশরীফ এনেছেন (৮০) এবং ঐসব লোক, যারা তাঁকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে (৮১), তারাই ভীতিসম্পন্ন।

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪. তাদের জন্য রয়েছে, যা তারা চায় আপন প্রতিপালকের নিকট। সৎকর্মপরায়ণদের এটাই পুরস্কার;

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾

৩৫. যাতে আল্লাহ্ তাদের থেকে মোচন করেন মন্দ থেকে মন্দতর কাজ, যা তারা করেছে এবং তাদেরকে সাওয়াবের পুরস্কার দেন উত্তম থেকে অধিকতর উত্তম কাজের উপর (৮২) যা তারা সম্পন্ন করতো।

لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬. আল্লাহ্ কি আপন বান্দাদের জন্য যথেষ্ট নন (৮৩)? এবং আপনাকে তারা ভয় দেখায় তিনি ব্যতীত অন্যান্যদের (৮৪) এবং যাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথ প্রদর্শনকারী নেই।

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾

৩৭. এবং যাকে আল্লাহ্ হিদায়ত প্রদান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্টকারী নেই। আল্লাহ্ কি সম্মানিত ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন (৮৫)?

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿٣٧﴾

৩৮. এবং যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আস্‌মান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন?' তবে অবশ্যই তারা বলবে, 'আল্লাহ্ (৮৬)।' আপনি বলুন, 'ভালো, বলোতো, ঐগুলো, যেগুলোর তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত পূজা করছো (৮৭), যদি আল্লাহ্ আমাকে কোন কষ্ট দিতে চান (৮৮), তবে কি সেগুলো তাঁর প্রেরিত কষ্ট

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ

টীকা-৮১. অর্থাৎ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অথবা সমস্ত মু'মিন,

টীকা-৮২. অর্থাৎ তাদের মন্দ কার্যাদির জন্য পাকড়াও করেন না এবং সৎকর্মসমূহের উত্তম প্রতিদান দেবেন।

টীকা-৮৩. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের জন্য এবং এক 'ক্বিরআত'-এ عِبَادَهُ (তাঁর বান্দাদের জন্য) এসেছে। এতদ্‌ভিত্তিতে, তা দ্বারা নবীগণ আলায়হিমুস্ সালামের কথা বুঝানো হয়; যাঁদের প্রতি তাঁদের সম্প্রদায়গুলো নির্যাতন করার জন্য উদ্ধত হয়েছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে শত্রুদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাঁদের জন্য তিনিই যথেষ্ট ছিলেন।

টীকা-৮৪. অর্থাৎ মূর্তিগুলোর। ঘটনা এ ছিলো যে, আরবের কাফিরগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ভয় দেখাতে চেয়েছিলো আর হুযূরকে বললো, "আপনি আমাদের উপাস্যগুলো অর্থাৎ মূর্তিগুলোর মন্দ সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকুন, নতুবা সেগুলো আপনার ক্ষতি করবে, ধ্বংস করে ফেলবে অথবা বোধশক্তিকে বিনষ্ট করে ফেলবে।"

টীকা-৮৫. নিশ্চয় তিনি তাঁর শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ নেন।

টীকা-৮৬. অর্থাৎ এ মুশ্‌রিকগণ সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞাতা ও প্রজ্ঞাময় খোদার অস্তিত্বকে তো স্বীকার করে এবং এ কথা সমস্ত সৃষ্টির নিকট স্বীকৃত এবং সৃষ্টির প্রকৃতি এরই পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, আর যে ব্যক্তি আস্‌মান ও যমীনের আশ্চর্যজনক বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য করে সে নিশ্চিতভাবে জানতে পারে যে, এ সব সৃষ্টি এক প্রজ্ঞাময় সর্বশক্তিমান সত্ত্বারই সৃষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলা আপন নবী আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তিনি ঐ মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্থির করেন। সুতরাং এরশাদ করছেন–

টীকা-৮৭. অর্থাৎ মূর্তিগুলোকে; এটাও তো দেখো সেগুলো কোন ক্ষমতা রাখছে কিনা আর কোন কাজেও আসতে পারে কিনা!

টীকা-৮৮. কোন প্রকারের রোগের অথবা দুর্ভিক্ষের কিংবা আর্থিক অসঙ্গতির অথবা অন্য কিছুর–

দূরীভূত করতে পারবে? অথবা (যদি) আমার উপর করুণা করতে চান, তবে কি সেগুলো তাঁর দয়াকে রুখে রাখতে পারবে (৮৯)?' আপনি বলুন, 'আল্লাহ্‌ই আমার জন্য যথেষ্ট (৯০)।' নির্ভরকারীগণ তাঁরই উপর নির্ভর করে।

أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ
حَسْبِيَ اللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯. আপনি বলুন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আপন আপন স্থানে কাজ করতে থাকো (৯১), আমি আমার কাজ করছি (৯২)। অতঃপর শীঘ্রই জানতে পারবে-

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي
عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

৪০. কার উপর আসে ঐ শাস্তি, যা তাকে লাঞ্ছিত করবে (৯৩) এবং কার উপর অবতীর্ণ হয় শাস্তি, যা স্থায়ী হয়ে থেকে যাবে (৯৪)।

مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ
عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٤٠﴾

৪১. নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি এ কিতাব মানুষের হিদায়তের নিমিত্ত সত্য সহকারে অবতীর্ণ করেছি (৯৫); সুতরাং যে সৎপথ পেয়েছে, তবে সে নিজের মঙ্গলের জন্যই (৯৬); এবং যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে নিজের অনিষ্টের জন্যই পথভ্রষ্ট হয়েছে (৯৭) এবং আপনি তাদের কিছুরই যিম্মাদার নন (৯৮)।

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۖ
فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا
يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾

রুকূ' - পাঁচ

৪২. আল্লাহ্ প্রাণগুলোকে ওফাত প্রদান করেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যারা মৃত্যুবরণ করেনা তাদেরকে তাদের নিদ্রার সময়; অতঃপর যার মৃত্যুর নির্দেশ দিয়েছেন সেটাকে রুখে রাখেন (৯৯) এবং অপরটাকে (১০০) এক নির্দিষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্ত ছেড়ে দেন (১০১)। নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শনাদি রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য (১০২)।

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي
لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ
عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩. তারা কি আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় কিছু সুপারিশকারী গ্রহণ করে রেখেছে (১০৩)? আপনি বলুন, 'যদিও কি তারা কোন কিছুর মালিক না হয় (১০৪) এবং বিবেক না রাখে, তবুও?'

أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ۚ قُلْ
أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪. আপনি বলুন, 'সুপারিশ তো সবই

قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا

টীকা-৮৯. যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদেরকে এ প্রশ্নটা করেছিলেন, তখন তারা লা-জওয়াব হয়ে গেলো ও নিশ্চুপ হয়ে রইলো। এখন যুক্তি-প্রমাণ পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। আর তাদের মৌন স্বীকৃতি দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মূর্তি নিছক ক্ষমতা শূন্য; না কোন উপকার সাধন করতে পারে, না কোন অনিষ্ট। সেগুলোর ইবাদত করা চরম মূর্খতা। এ কারণে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপন হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করেন-

টীকা-৯০. তাঁরই উপর আমার ভরসা রয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলার উপর যার ভরসা থাকে সে কাউকেও ভয় করেনা। তোমরা আমাকে মূর্তির মত ক্ষমতাহীন ও ইখতিয়ারশূন্য বস্তুগুলোর যে ভয় দেখাচ্ছো তা তোমাদের চরম আহম্মকী ও মূর্খতাই।

টীকা-৯১. এবং যে যে প্রতারণা ও চালবাজি তোমাদের দ্বারা সম্ভব হয়, আমার শত্রুতার ক্ষেত্রে সবই করে নাও।

টীকা-৯২. যাতে আমি আদিষ্ট হই, অর্থাৎ দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহ্ তা'আলাই আমার সাহায্য ও সহায়তাকারী আর তাঁরই উপর আমার ভরসা রয়েছে।

টীকা-৯৩. সুতরাং বদর-দিবসে তারা লাঞ্ছনার শাস্তিতে আক্রান্ত হবে।

টীকা-৯৪. অর্থাৎ অস্থায়ী হবে; এবং তা হচ্ছে জাহান্নামের শাস্তি।

টীকা-৯৫. যাতে তা দ্বারা হিদায়ত লাভ করে।

টীকা-৯৬. যে, এ হিদায়ত-প্রাপ্তির উপকার সেই পাবে।

টীকা-৯৭. তার পথভ্রষ্টতার অনিষ্ট এবং অশুভ পরিণতি তারই উপর পতিত হবে।

টীকা-৯৮. আপনাকে তাদের দোষ-ত্রুটির জন্য জবাবদিহি করতে হবেনা।

টীকা-৯৯. অর্থাৎ ঐ প্রাণকে তার দেহের দিকে ফিরিয়ে দেন না।

টীকা-১০০. যার মৃত্যু নির্দ্ধারণ করেন নি, তাকে

টীকা-১০১. অর্থাৎ তার মৃত্যুর সময় পর্যন্ত।

টীকা-১০২. যারা চিন্তা-ভাবনা করে ও অনুধাবন করে যে, যিনি তা করতে সক্ষম তিনি অবশ্যই মৃতকেও জীবিত করতে পারেন।

টীকা-১০৩. অর্থাৎ মূর্তি, যেগুলো সম্পর্কে তারা বলতো, "এগুলো আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের সুপারিশকারী।"

টীকা-১০৪. না সুপারিশের, না অন্য কিছুর।

টীকা-১০৫. যিনি তাঁরই অনুমতি প্রাপ্ত হন তিনি সুপারিশ করতে পারেন আর আল্লাহ্ তা'আলা আপন বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা সুপারিশের অনুমতি দেন। বোতগুলাকে তিনি সুপারিশকারী করেন নি। আর ইবাদত তো আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্যই বৈধ নয়। সুপারিশকারী হোক কিংবা না-ই হোক।

টীকা-১০৬. আখিরাতে।

আল্লাহরই হাতে (১০৫)। তাঁরই জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব। অতঃপর তোমাদেরকে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে (১০৬)।'

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫. এবং যখন এক আল্লাহ্র কথা উল্লেখ করা হয় তখন তাদেরই অন্তরসমূহ সংকুচিত হয়ে যায়, যারা পরকালের উপর ঈমান আনে না (১০৭); এবং যখন তিনি ব্যতীত অন্যান্যদের কথা উল্লেখ করা হয় (১০৮), তখনই তারা আনন্দে উল্লাসিত হয়।

وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬. আপনি আরয করুন, 'হে আল্লাহ্! আস্‌মানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তুমি আপন বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করবে– যে বিষয়ে তারা মতভেদ করতো (১০৯)।

قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭. এবং যদি যালিমদের জন্য হতো যা কিছু যমীনে রয়েছে সবই এবং তদসঙ্গে তারই সমান (১১০), তবে এসব মুক্তিপণরূপে প্রদান করতো ক্বিয়ামত-দিবসের মহা শাস্তি থেকে (১১১)। এবং তাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ঐ বিষয় প্রকাশ পেয়েছে, যা তাদের ধারণায়ই ছিলো না (১১২)।

وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮. এবং তাদের নিকট তাদের অর্জিত মন্দসমূহ প্রকাশ হয়ে গেলো (১১৩) এবং তাদের উপর এসে পড়লো তাই, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো (১১৪)।

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯. অতঃপর যখন মানুষকে কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন আমাকে ডাকে। অতঃপর যখন তাকে আমার নিকট থেকে কোন নি'মাত দান করি তখন বলে, 'এটা তো আমি এক জ্ঞানের মাধ্যমে লাভ করেছি (১১৫)।' বরং তাতো পরীক্ষাই (১১৬), কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেরই জ্ঞান নেই (১১৭)।

فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ۫ ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا ۙ قَالَ اِنَّمَاۤ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ ۭ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٩﴾

৫০. তাদের পূর্ববর্তীগণও এমন বলেছে (১১৮), সুতরাং তারা যা উপার্জন করতো তা

قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٥٠﴾

টীকা-১০৭. এবং তারা খুবই সংকীর্ণ মনা ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে এবং অসন্তুষ্টির চিহ্ন তাদের চেহারায় প্রকাশ পায়।

টীকা-১০৮. অর্থাৎ মূর্তিগুলোর।

টীকা-১০৯. অর্থাৎ ধর্মের বিষয়ে। ইবনে মুসাইয়্যাব থেকে বর্ণিত যে, এ আয়াত পাঠ করে যেই দো'আ-প্রার্থনা করা হয়, তা গ্রহণীয় হয়।

টীকা-১১০. অর্থাৎ যদি এ কথাও মেনে নেয়া যায় যে, কাফিরগণ সমস্ত দুনিয়ার সম্পদ ও ভাণ্ডারসমূহের মালিক হতো এবং তার সমান আরো কিছু তাদের মালিকানাধীন হতো!

টীকা-১১১. যেন কোন মতে এসব সম্পদ দিয়ে তারা ঐ মহা শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে যায়।

টীকা-১১২. অর্থাৎ এমন এমন কঠিন শাস্তি, যেগুলোর তাদের ধারণাও ছিলো না। আর এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয় যে, তারা সম্ভবতঃ এ ধারণাই করবে যে, তাদের নিকট সৎকর্মসমূহ রয়েছে। কিন্তু যখন 'আমলনামা' খুলবে, তখন অসৎকর্মসমূহই প্রকাশ পাবে।

টীকা-১১৩. যেগুলো তারা দুনিয়ায় করেছিলো। আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শির্ক করা এবং তাঁর বন্ধুদের প্রতি যুলুম করা ইত্যাদি।

টীকা-১১৪. অর্থাৎ নবী আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের সংবাদ দানের উপর। তারা যে শাস্তি নিয়ে বিদ্রূপ করতো তা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাতেই তারা পরিবেষ্টিত হয়ে গেছে।

টীকা-১১৫. অর্থাৎ 'আমি জীবিকার্জনের যে জ্ঞান রাখি তা দ্বারাই আমি এ ধন-সম্পদ উপার্জন করেছি।' যেমন ক্বারূন বলেছিলো।

টীকা-১১৬. অর্থাৎ এ নি'মাত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে পরীক্ষা ও যাচাই মাত্র যে, বান্দা সেটার উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে!

টীকা-১১৭. যে, এটা নি'মাত ও দান; অবকাশ দেয়া ও পরীক্ষা।

টীকা-১১৮. অর্থাৎ এ উক্তিটা ক্বারূনও করেছিলো যে, এ ধন-সম্পদ আমি আমার জ্ঞানের মাধ্যমেই পেয়েছি। আর তার সম্প্রদায় তার এ অনর্থক কথার

তাদের কোন কাজে আসেনি।

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ۚ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥١﴾

৫১. সুতরাং তাদের উপর আপতিত হয়েছে তাদের উপার্জনসমূহের মন্দ ফল (১১৯) এবং তারাই, যারা যালিম, অনতিবিলম্বে তাদের উপর আপতিত হবে তাদের কৃতকর্মসমূহের মন্দ ফল এবং তারা আয়ত্তের বাইরে যেতে পারে না (১২০)।

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

৫২. তাদের কি জানা নেই যে, আল্লাহ্ জীবিকা প্রশস্ত করেন যার জন্য ইচ্ছা করেন এবং সংকুচিত করেন! নিশ্চয় তাতে অবশ্যই নিদর্শনাদি রয়েছে ঈমানদারদের জন্য।

রুকূ' - ছয়

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

৫৩. আপনি বলুন, 'হে আমার ঐ বান্দাগণ! যারা নিজেদের আত্মার প্রতি অত্যাচার করেছো (১২১), আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন (১২২)। নিশ্চয় তিনিই ক্ষমাশীল, দয়ালু।'

وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴿٥٤﴾

৫৪. এবং আপন প্রতিপালকের প্রতি প্রত্যাবর্তন করো (১২৩) এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করো (১২৪) এরই পূর্বে যে, তোমাদের উপর শাস্তি এসে পড়বে অতঃপর তোমাদের সাহায্য করা হবে না।

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾

৫৫. এবং সেটারই অনুসরণ করো যা উত্তম থেকে অধিকতর উত্তম তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে (১২৫), এরই পূর্বে যে, শাস্তি তোমাদের উপর হঠাৎ এসে পড়বে, তখন তোমরা টেরও পাবে না (১২৬)।

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ﴿٥٦﴾

৫৬. যাতে কখনো কোন সত্তা একথা না বলে, 'হায় আফসোস! ঐসব অপরাধের জন্য, যেগুলো আমি আল্লাহ্ সম্পর্কে করেছি (১২৭)। নিশ্চয় আমি ঠাট্টা-বিদ্রূপই করতাম (১২৮)।'

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾

৫৭. অথবা বলে, 'যদি আল্লাহ্ আমাকে পথ দেখাতেন তবে আমি খোদাভীরুদের অন্তর্ভুক্ত হতাম;'

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾

৫৮. অথবা বলে, যখন শাস্তি দেখে, 'আহা! কোন মতে যদি আমার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ মিলতো (১২৯), তবে আমি সৎকর্ম করতাম (১৩০)!'

بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٩﴾

৫৯. হাঁ, কেন এমন নয়? নিশ্চয়, তোমার নিকট আমার আয়াতসমূহ এসেছে। অতঃপর তুমি সেগুলোকে অস্বীকার করেছিলে ও অহংকার করেছিলে এবং তুমি কাফির ছিলে (১৩১)।

উপর সন্তুষ্ট ছিলো। সুতরাং তারাও ঐ উক্তিকারীদের শামিল হলো।

টীকা-১১৯. অর্থাৎ যেই অসৎকর্মসমূহ তারা করেছিলো সেগুলোর শাস্তিসমূহ-

টীকা-১২০. সুতরাং তাদেরকে সাত বছর যাবৎ দুর্ভিক্ষের বিপদে আক্রান্ত করে রাখা হয়েছে।

টীকা-১২১. পাপসমূহ ও বিপদাপদে আক্রান্ত হয়ে,

টীকা-১২২. তারই, যে কুফর বর্জন করে।

শানে নুযূলঃ মুশরিকদের মধ্য থেকে কতিপয় লোক, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলো। আর তারা হুযূরের সমীপে আরয করলো, "আপনার ধর্ম তো নিঃসন্দেহে হক ও সত্য। কিন্তু আমরা বড় বড় পাপ করেছি, অনেক নির্দেশ অমান্য জনিত পাপে লিপ্ত রয়েছি। আমাদের ঐসব গুনাহ্ কি কোন মতে মাফ হতে পারে?" এর উত্তরে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১২৩. তাওবাকারী হয়ে

টীকা-১২৪. এবং নিষ্ঠা সহকারে ইবাদত বন্দেগী পালন করো

টীকা-১২৫. তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব ক্বোরআন মজীদ,

টীকা-১২৬. তোমরা অলসতার মধ্যে পড়ে থাকবে। এ কারণে, উচিত- যেন প্রথম থেকেই সতর্ক থাকো।

টীকা-১২৭. যে, তাঁর আনুগত্য করিনি, তাঁর প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করিনি এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের চিন্তাভাবনা করিনি।

টীকা-১২৮. আল্লাহ্ তা'আলার দ্বীনের প্রতি এবং তাঁর কিতাবের প্রতি।

টীকা-১২৯. এবং পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে যাবার সুযোগ দেয়া হতো!

টীকা-১৩০. ঐসব ভিত্তিহীন ওযর-আপত্তির জবাব আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাই দেয়া হয়েছে, যা পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হচ্ছে-

টীকা-১৩১. অর্থাৎ তোমার নিকট ক্বোরআন পাক পৌঁছেছে এবং

সত্যাসত্যের পথগুলো সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে, আর তোমাকে সত্য ও সঠিক পথ অবলম্বন করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এতদসত্ত্বেও, তুমি সত্যকে বর্জন করেছো এবং তা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অহংকার করেছো, পথভ্রষ্টতাকেই অবলম্বন করেছো, যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার বিরোধিতা করেছো। সুতরাং তোমার এ কথা বলা ভুল যে, 'যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সৎপথ দেখাতেন, তবে আমি খোদাভীরুদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।' বস্তুতঃ তোমার সমস্ত ওযর-আপত্তিই মিথ্যা।

টীকা-১৩২. এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন সব কথা বলেছে যেগুলো, তাঁর শানে শোভা পায় না। তাঁর জন্য শরীক সাব্যস্ত করেছে, সন্তান-সন্ততি স্থির করেছে, তাঁর গুণাবলী অস্বীকার করেছে। এর ফলাফল এ যে,

৬০. এবং ক্বিয়ামত-দিবসে আপনি দেখবেন তাদেরকেই, যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করেছে (১৩২) যে, তাদের মুখমণ্ডল কালো। অহংকারীদের ঠিকানা কি জাহান্নামের মধ্যে নয় (১৩৩)?

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ؕ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝

৬১. এবং আল্লাহ্ রক্ষা করবেন খোদাভীরুদেরকে তাদের মুক্তির স্থানে (১৩৪); না তাদেরকে শাস্তি স্পর্শ করবে এবং না তাদের দুঃখ থাকবে।

وَيُنَجِّى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ۫ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

৬২. আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর শক্তিসম্পন্ন।

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۫ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ۝

৬৩. তাঁরই জন্য আস্‌মানসমূহ ও যমীনের চাবিসমূহ (১৩৫)। এবং যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে তারাই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

রুকূ' — সাত

৬৪. আপনি বলুন (১৩৬), 'তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে বলছো, হে অজ্ঞ লোকেরা (১৩৭)?'

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ۝

৬৫. এবং নিশ্চয় ওহী করা হয়েছে আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি যে, 'হে শ্রোতা! যদি তুমি আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করো, তবে অবশ্যই তোমার সমস্ত কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং অবশ্যই তুমি ক্ষতির মধ্যে থাকবে।'

وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

৬৬. বরং আল্লাহ্‌রই বন্দেগী করো এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও (১৩৮)!

بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ۝

৬৭. এবং তারা আল্লাহ্‌র সম্মান করেনি; যেমনিভাবে করা উচিত ছিলো (১৩৯), এবং

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَ

টীকা-১৩৩. যারা অহংকারবশতঃ ঈমান আনেনি?

টীকা-১৩৪. তাদেরকে জান্নাত দান করবেন;

টীকা-১৩৫. অর্থাৎ অনুগ্রহের ভাণ্ডারসমূহ, রিয্‌ক্ব ও বৃষ্টি ইত্যাদির চাবিসমূহ তাঁরই নিকট রয়েছে। তিনিই সেগুলোর মালিক। এও কথিত আছে যে, হযরত ওসমান গণী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এ আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞাসা করলেন। তখন হুযূর এরশাদ ফরমালেন, আসমানসমূহ ও যমীনের চাবিসমূহ হচ্ছে এই–

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَهُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۔

উচ্চারণঃ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর ওয়া সুব্‌হানাল্লাহি ও বিহামদিহী ওয়া আসতাগ ফিরুল্লাহা ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি ওয়াহুয়াল আওয়ালু ওয়াল আখিরু ওয়ায্ যা-হিরু ওয়াল বাতিনু বিয়াদিহিল খায়রু ইউহ্‌য়ী ওয়া ইউমী-তু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়ইন ক্বাদীর।"

উদ্দেশ্য এ যে, ঐ সব কলেমা'র মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার একত্ব ও মহত্বের বিবরণ রয়েছে। এগুলো আস্‌মান ও যমীনের মঙ্গলের চাবিসমূহ। যে মু'মিন এসব কলেমা পাঠ করবে, সে উভয় জাহানের মঙ্গল পাবে।

টীকা-১৩৬. হে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! ঐ কোরাঈশ বংশীয় কাফিরদেরকে, যারা আপনাকে তাদের ধর্ম অর্থাৎ মূর্তি পূজার দিকে আহ্বান করছে।

টীকা-১৩৭. 'অজ্ঞ' এ জন্যই এরশাদ করেছেন যে, তাদের এতটুকুও জানা নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের উপযোগী নেই অথচ এর পক্ষে অকাট্য প্রমাণাদি স্থিরীকৃত রয়েছে।

টীকা-১৩৮. যে সব নি'মাত আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে দান করেছেন, তাঁরই আনুগত্য পালন করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

টীকা-১৩৯. সে কারণেই তারা শির্কের মধ্যে লিপ্ত হয়েছে, যদি আল্লাহ্‌র মহত্ব সম্পর্কে অবগত হতো এবং তাঁর মর্যাদা বুঝতে পারতো, তবে এমন কেন

করতো? এরপর আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ব ও মহিমার বিবরণ রয়েছে।

টীকা-১৪০. হাদীসঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা থেকে বর্ণিত যে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, "ক্বিয়ামত-দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা আস্মানসমূহকে জড়ো করে আপন কুদরতের মুষ্ঠিতে নিয়ে নেবেন। অতঃপর বলবেন, "আমিই হলাম বাদশাহ্। কোথায় পরাক্রমশালী? কোথায় অহংকারী? রাজত্ব ও হুকুমতের দাবীদার?" অতঃপর যমীনগুলোকে জড়ো করে অন্য হাতে নেবেন এবং একথাই বলবেন। অতঃপর বলবেন, "আমিই হলাম বাদশাহ্। কোথায় পৃথিবীর বাদশাহ্?"

টীকা-১৪১. এটা 'প্রথম ফুৎকার'- এর বর্ণনা। এই ফুৎকারের ফলে যে অচেতনতা ছেয়ে ফেলবে সেটার এ প্রতিক্রিয়া হবে যে, ফিরিশ্তাগণ ও পৃথিবীবাসীদের মধ্যে তখন যেসব লোক জীবিত থাকবে, যাদের তখনো মৃত্যু না ঘটে থাকবে, তারা সবাই সেটার কারণে মৃত্যুবরণ করবে। আর যাদের মৃত্যু ঘটেছে অতঃপর তাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা জীবন দান করেছেন, যাঁরা আপন কবরসমূহে জীবিত; যেমন নবীগণ ও শহীদগণ– তাঁরা ঐ ফুৎকারের কারণে অজ্ঞানতার মত অবস্থার সম্মুখীন হবেন। আর যে সব লোক কবরসমূহে মৃত হয়ে পড়ে থাকবে, তারা ঐ ফুৎকার সম্পর্কে কিছু অনুভবই করতে পারবে না (জুমাল ইত্যাদি)

টীকা-১৪২. এ اِسْتِثْنَاء বা ব্যতিক্রমের মধ্যে কে কে শামিল রয়েছে সে সম্পর্কে তাফসীরকারকদের বহু অভিমত রয়েছে। যথা–
হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা বলেন, এ 'نَفْخَةُ صَعْق' (ফুৎকার)-এর ফলে সমস্ত আস্মান ও যমীনবাসী মৃত্যুবরণ করবে– জিব্রাঈল, মীকাঈল, ইস্রাফীল ও মালাকুল মওত ব্যতীত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা উভয় ফুৎকারের মধ্যবর্তী যে চল্লিশ বছরের ব্যবধান থাকবে তাতে ঐ ফিরিশ্তাদেরও মৃত্যু ঘটাবেন।

দ্বিতীয় অভিমত এ যে, ব্যতিক্রম হচ্ছে শহীদগণের বেলায়; যাঁদের সম্পর্কে ক্বোরআন মজীদে بَلْ اَحْيَاءٌ (বরং তারা জীবিত) এরশাদ হয়েছে; হাদীস শরীফেও বর্ণিত হয় যে, তাঁরা হচ্ছেন শহীদগণ, যাঁরা তরবারিসমূহ গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে আরশের চতুর্দিকে হাযির হবেন।

তৃতীয় অভিমত হচ্ছে– হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলেছেন– ব্যতিক্রম হচ্ছেন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামই। যেহেতু তিনি 'তূর' পর্বতের উপর বেহুশ হয়েছিলেন, সেহেতু এই ফুৎকারের কারণে তিনি বেহুশ হবেন না; বরং তিনি জাগ্রত ও হুঁশে বহাল থাকবেন।

চতুর্থ অভিমত এই যে, ব্যতিক্রম হচ্ছে– জান্নাতের হূরগণ এবং আরশ ও কুরসীর পার্শ্ববর্তীগণ।

الْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ۚ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٧﴾	তিনি ক্বিয়ামত-দিবসে সমগ্র পৃথিবীকে জড়ো করে ফেলবেন এবং তাঁর ক্ষমতায় সমস্ত আসমানকে জড়ো করে ফেলা হবে (১৪০)। এবং তিনি তাদের শির্ক থেকে পবিত্র ও তিনি এর বহু উর্ধ্বে।
وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخْرٰى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ﴿٦٨﴾	৬৮. এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, তখন অজ্ঞান হয়ে পড়বে (১৪১) যারা আসমানসমূহের মধ্যে রয়েছে ও যারা যমীনে রয়েছে, কিন্তু যাকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন (১৪২)। অতঃপর তাতে দ্বিতীয়বার ফুৎকার দেয়া হবে (১৪৩), তখনই তারা প্রত্যক্ষকারী অবস্থায় দণ্ডায়মান হয়ে যাবে (১৪৪)।
وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا	৬৯. এবং যমীন উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে (১৪৫) আপন প্রতিপালকের আলোকে (১৪৬)

দোহহাক এর অভিমত হচ্ছে– ব্যতিক্রম হবেন 'রিদওয়ান' (ফিরিশ্তা) ও হূরগণ এবং ঐসব ফিরিশ্তা, যাঁরা জাহান্নামের উপর নিয়োজিত। তাঁরা এবং জাহান্নামের সাপ-বিচ্ছুও। (তাফসীর-ই-কবীর ও জুমাল)

টীকা-১৪৩. এটা হচ্ছে 'দ্বিতীয় বারের ফুৎকার;' যেটার মাধ্যমে মৃতদেরকে জীবিত করা হবে।

টীকা-১৪৪. নিজেদের কবরগুলো থেকে; আর প্রত্যক্ষকারী অবস্থায় দণ্ডায়মান হওয়া দ্বারা হয়ত এটাই বুঝানো উদ্দেশ্য যে, হতবাক হয়ে হতভম্ব লোকের ন্যায় চতুর্দিকে বারবার দৃষ্টি উঠিয়ে দেখবে।

অথবা অর্থ এ যে, তারা এটাই দেখতে থাকবে যে, তারা কি ধরণের আচরণের সম্মুখীন হচ্ছে। আর মু'মিনদের কবরের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহক্রমে, বিভিন্ন যানবাহন হাযির করা হবে। যেমন– আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন– يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا

অর্থাৎ– "যেদিন আমি খোদাভীরুদেরকে পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র দিকে প্রতিনিধিরূপে একত্রিত করবো।"

টীকা-১৪৫. খুব তীব্র আলোকরশ্মি দ্বারা, এমনকি লালবর্ণের ছটা প্রকাশ পাবে। এটা দুনিয়ার যমীন হবে না; বরং নতুন পৃথিবীই হবে, যা আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামত-দিবসের অনুষ্ঠানের জন্য সৃষ্টি করবেন।

টীকা-১৪৬. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা বলেন যে, এটা চন্দ্র-সূর্যের আলোক হবেনা। সেটাকে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করবেন। তা দ্বারা পৃথিবী আলোকিত হয়ে যাবে। (জুমাল)

আর রাখা হবে কিতাব (১৪৭) এবং উপস্থিত করা হবে নবীগণকে আর এ নবী ও তাঁর উম্মতগণ তাদের উপর সাক্ষী হবেন (১৪৮) এবং মানুষের মধ্যে সত্য মীমাংসা করে দেয়া হবে। আর তাদের প্রতি যুলুম হবে না।

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ
وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٦٩﴾

৭০. প্রত্যেক প্রাণকে তার কৃতকর্মের প্রতিফল পূর্ণরূপেই দেয়া হবে এবং তিনি ভালভাবেই জানেন যা তারা করতো (১৪৯)।

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ
اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٠﴾

রুকূ' - আট

৭১. এবং কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে (১৫০) দলে দলে (১৫১), শেষ পর্যন্ত, যখন সেখানে পৌঁছবে তখন সেটার দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে (১৫২) এবং সেটার দারোগা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের নিকট কি তোমাদেরই মধ্য থেকে ঐ রসূল আসেন নি, যিনি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ পাঠ করতেন এবং তোমাদেরকে এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করতেন?' তারা বলবে, 'কেন নয় (১৫৩);' কিন্তু শাস্তির বাণী কাফিরদের উপর ঠিকভাবে অবতীর্ণ হয়েছে (১৫৪)।

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا
حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَ
قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ
مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَ
يُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا قَالُوْا بَلٰى
وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧١﴾

৭২. বলা হবে, 'যাও, জাহান্নামের দরজাসমূহে, তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য; সুতরাং কতই নিকৃষ্ট ঠিকানা অহংকারীদের!'

قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا
فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٢﴾

৭৩. এবং যারা আপন প্রতিপালককে ভয় করতো তাদের যানবাহনগুলো (১৫৫) দলে দলে জান্নাতের দিকে চালিত হবে। শেষ পর্যন্ত যখন সেখানে পৌঁছবে এবং সেটার দ্বারসমূহ উন্মুক্ত থাকবে (১৫৬), এবং সেটার দারোগা তাদেরকে বলবে, 'সালাম তোমাদের উপর! তোমরা সুখে থাকো। সুতরাং তোমরা জান্নাতে যাও স্থায়ীভাবে অবস্থান করার জন্য।'

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ
زُمَرًا حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا
وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ
فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ﴿٧٣﴾

৭৪. এবং তারা বলবে, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি আপন প্রতিশ্রুতি আমাদের প্রতি (সত্যই) পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির অধিকারী করেছেন যেন আমরা জান্নাতের মধ্যে অবস্থান করি যেখানেই ইচ্ছা করি; সুতরাং কতই উৎকৃষ্ট পুরস্কার সৎ কর্মপরায়ণদের (১৫৭)!

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ
وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ
حَيْثُ نَشَآءُ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿٧٤﴾

৭৫. এবং আপনি ফিরিশ্তাদেরকে দেখবেন আরশের চতুপার্শ্বে বৃত্তাকার হয়ে আপন

وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ

টীকা-১৪৭. অর্থাৎ কৃতকর্মসমূহের লিপিকা হিসাব-নিকাশের জন্য; এর অর্থ হয়ত 'লওহ্-ই-মাহফূয'; যাতে দুনিয়ার সমস্ত অবস্থা ক্বিয়ামত পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে ও সুবিন্যস্তরূপে লিপিবদ্ধ রয়েছে, অথবা 'প্রত্যেক ব্যক্তির আমলনামা', যা তার সাথে থাকবে।

টীকা-১৪৮. যারা রসূলগণের ধর্মপ্রচার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন।

টীকা-১৪৯. তাঁর নিকট কিছুই গোপন নেই– না তাঁর কোন সাক্ষী ও লিখকের প্রয়োজন হয়। এ সবই যুক্তি-প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করার জন্যই হবে। (জুমাল)

টীকা-১৫০. কঠোরতা সহকারে কয়েদীদের মতো

টীকা-১৫১. প্রত্যেকটা দল ও উম্মত পৃথক পৃথকভাবে,

টীকা-১৫২. অর্থাৎ জাহান্নামের সাতটা দরজা উন্মুক্ত করা হবে, যেগুলো পূর্ব থেকেই বন্ধ ছিলো।

টীকা-১৫৩. নিশ্চয় নবীগণ তাশরীফও এনেছিলেন আর তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার বিধানাবলীও শুনিয়েছেন এবং এ দিবস সম্পর্কেও সতর্ক করেছিলেন।

টীকা-১৫৪. যে, আমাদের উপর আমাদের দুর্ভাগ্যই প্রাধান্য বিস্তার করেছে। ফলে, আমরা পথভ্রষ্টতাকেই অবলম্বন করেছি। আর আল্লাহ্র বাণী মোতাবেক আমাদের দ্বারা জাহান্নামকে ভর্তি করা হয়েছে।

টীকা-১৫৫. সম্মান ও অভিবাদন; দয়া ও অনুগ্রহ সহকারে।

টীকা-১৫৬. তাঁদের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের নিমিত্ত। আর জান্নাতের দরজা আটটি। হযরত আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, জান্নাতের দরজার পার্শ্বে একটা বৃক্ষ আছে। সেটার নিম্নদেশ থেকে দু'টি প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়। মু'মিনগণ সেখানে পৌঁছে একটা প্রস্রবণে স্নান করবে। ফলে, তাদের শরীর পাক ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে আর অপর প্রস্রবণের পানি পান করবে। ফলে, তাদের অভ্যন্তরও পবিত্র হয়ে যাবে অতঃপর ফিরিশ্তাগণ জান্নাতের দরজায় অভিবাদন জানাবেন।

টীকা-১৫৭. এবং আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্যকারীদের।

টীকা-১৫৮. যে, মু'মিনদেরকে জান্নাতে ও কাফিরদেরকে দোযখে প্রবেশ করানো হবে।

টীকা-১৫৯. জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ্‌র প্রশংসা আরম্ভ করবেন। ★ اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ

* * * * * * *

টীকা-১. 'সূরা মুমিন'। এর নাম 'সূরা গা-ফির'ও। এ সূরাটি মক্কী– দু'টি আয়াত ব্যতীত; যে দু'টি আয়াত থেকে আরম্ভ হয়।

এ সূরায় নয়টি রুকূ', পঁচাশিটি আয়াত, এক হাজার একশ নিরানব্বইটি পদ এবং চার হাজার নয়শ ষাটটি বর্ণ আছে।

يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছে; এবং মানুষের মধ্যে সত্য মীমাংসা করে দেয়া হবে (১৫৮) যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক (১৫৯)। ★

সূরা মু'মিন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা মু'মিন মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৮৫ রুকূ'-৯

রুকূ' – এক

حٰمٓ ۝

১. হা-মীম।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝

২. এ কিতাবের অবতারণ আল্লাহ্‌র নিকট থেকে, যিনি সম্মানের মালিক, জ্ঞানময়।

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝

৩. পাপ ক্ষমাকারী ও তাওবা কবূলকারী (২); কঠিন শাস্তিদাতা (৩), মহা পুরস্কারদাতা (৪); তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে (৫)।

مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ۝

৪. আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহে বিতর্ক করে না, কিন্তু কাফিররাই (৬)। সুতরাং হে শ্রোতা! তোমাকে যেন প্রতারিত না করে শহরগুলোতে তাদের অবাধ বিচরণ (৭)।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّالْاَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۪ وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍۢ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ وَجٰدَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ

৫. তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং তাদের পরের সম্প্রদায়গুলো (৮) অস্বীকার করেছে; এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় এ ইচ্ছা করেছে যে, তারা আপন আপন রসূলগণকে আবদ্ধ করে নেবে (৯) এবং মিথ্যা সহকারে বিতর্ক করেছে, এ উদ্দেশ্যে যে, তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেবে (১০)। সুতরাং আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি;

টীকা-২. ঈমানদারদের;

টীকা-৩. কাফিরদেরকে;

টীকা-৪. আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভকারী বান্দাদেরকে;

টীকা-৫. বান্দাদেরকে আখিরাতে।

টীকা-৬. অর্থাৎ ক্বোরআন পাক সম্বন্ধে বিতর্ক করা কাফিরগণ ব্যতীত মু'মিনদের কাজ নয়। 'আবূ দাউদ'-এর হাদীস শরীফে আছে – বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন– ক্বোরআন শরীফ সম্বন্ধে বিতর্ক করা কুফর। এ 'বিতর্ক' দ্বারা 'আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের সমালোচনা করা এবং অস্বীকার করা বুঝানো হয়েছে। কিন্তু কঠিন বিষয়াদির সমাধান দেয়া ও অস্পষ্ট বিষয়াদিকে সুস্পষ্ট করে দেয়ার জন্য 'জ্ঞানগত' এবং 'পদ্ধতি ওনীতিগত' আলোচনা করা উক্ত বিতর্কের আওতায় পড়ে না, বরং তা মহা আনুগত্যের শামিল। কাফিরদের বিতর্ক করা আয়াতসমূহের মধ্যে এ ছিলো যে, তারা কখনো ক্বোরআন পাককে 'যাদু' বলতো, কখনো 'কাব্য', কখনো 'জ্যোতির্বিদ্যা' (গণনা) এবং কখনো 'গল্প-কাহিনী' বলতো।

টীকা-৭. অর্থাৎ কাফিরদের সুস্থতা ও নিরাপত্তা সহকারে দেশে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করে বেড়ানো ও লাভ অর্জন করা যেন তোমাদের জন্য এ সংশয় ও উৎকণ্ঠার কারণ না হয় যে, এরা কুফরের মতো মহা অপরাধ করার পরও শাস্তি থেকে নিরাপদে রয়েছে। কেননা, তাদের পরিণাম হচ্ছে– লাঞ্ছনা ও শাস্তি। পূর্ববর্তী উম্মতগুলোর মধ্যেও এমন অবস্থাদি গত হয়েছে।

টীকা-৮. 'আ-দ, সামূদ ও লূত-সম্প্রদায় ইত্যাদি।

টীকা-৯. এবং তাঁদেরকে শহীদ করবে ও ধ্বংস করে ফেলবে।

টীকা-১০. যাকে নবীগণ নিয়ে এসেছেন।

★ 'সূরা যুমার' সমাপ্ত।

টীকা-১১. তাদের মধ্যে কেউ কি তা থেকে বাঁচতে পেরেছে?

টীকা-১২. অর্থাৎ আরশ বহনকারী ফিরিশ্তাগণ, যাঁরা আল্লাহ্‌র নৈকট্যধন্য এবং ফিরিশতাদের মধ্যে অধিকতর সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ।

فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝٥

অতঃপর কেমন হলো আমার শাস্তি (১১)?

وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ۝٦

৬. এবং এ ভাবেই আপনার প্রতিপালকের বাণী কাফিরদের উপর সত্য প্রমাণিত হলো যে, তারা দোযখবাসী।

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝٧

৭. তারাই, যারা আরশ বহন করে (১২) এবং যারা সেটার চতুর্পার্শ্বে রয়েছে (১৩) তারা আপন প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে (১৪), এবং তাঁর উপর ঈমান আনে (১৫), আর মুসলমানদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে (১৬)– 'হে প্রতিপালক আমাদের! তোমার দয়া ও জ্ঞান সবকিছুকেই পরিবেষ্টিত করে রেখেছে (১৭)। সুতরাং তাদেরকেই ক্ষমা করো, যারা তাওবা করেছে এবং তোমার পথ অনুসরণ করেছে (১৮) এবং তাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করে নাও।

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٨

৮. হে আমাদের প্রতিপালক! এবং তাদেরকে বসবাসের বাগানসমূহে প্রবেশ করাও, যেগুলোর প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছো এবং তাদেরকেও, যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদের বাপ-দাদা, স্ত্রীগণ এবং সন্তানগণের মধ্যে (১৯)। নিশ্চয় তুমিই সম্মান ও প্রজ্ঞাময়;

وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ۚ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ۚ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝٩

৯. এবং তাদেরকে পাপসমূহের কুফল থেকে রক্ষা করো। এবং যাকে তুমি ঐ দিন পাপসমূহের কুফল থেকে রক্ষা করবে, তবে নিঃসন্দেহে তুমি তারপ্রতি দয়া করেছো এবংএটাই মহা সাফল্য।'

রুকু' – দুই

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ ۝١٠

১০. নিশ্চয় যেসব লোক কুফর করেছে তাদেরকে আহ্বান করা হবে (২০), 'অবশ্যই তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি তদপেক্ষাও বহুগুণ বেশী, যেমন তোমরা আজ নিজেদের সত্তার প্রতি অসন্তুষ্ট, যখন তোমাদেরকে (২১) ঈমানের প্রতি আহ্বান করা হতো, অতঃপর তোমরা কুফর করতে।'

قَالُوْا رَبَّنَآ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ

১১. (তারা) বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে দু'বার মৃতে পরিণত করেছো এবং দু'বার জীবিত করেছো (২২)।

টীকা-১৩. অর্থাৎ যেসব ফিরিশ্তা আরশের চতুর্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করেন, তাঁদেরকে 'কার্‌রুবী' (كروبى) বলা হয়। আর তাঁরা ফিরিশ্তাদের মধ্যে নেতৃত্বের অধিকারী।

টীকা-১৪. এবং سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ বলেন।

টীকা-১৫. এবং তাঁর একত্বের সত্যতা বর্ণনা করে। 'শাহ্‌র ইবনে হাওশাব' বলেছেন– আরশ বহনকারী ফিরিশ্তাদের সংখ্যা আট। তাঁদের মধ্যে চারজনের তাস্‌বীহ্‌ হচ্ছে এটা–

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ

উচ্চারণঃ "সুব্‌হানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্‌দিকা, লাকাল হামদু 'আলা হিল্‌মিকা বা'দা 'ইল্‌মিকা।"

অপর চারজনের তস্‌বীহ্‌ হচ্ছে এই–

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ

উচ্চারণঃ "সুবাহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্‌দিকা; লাকাল্‌ হামদু 'আলা আফভিকা বা'দা কুদরাতিকা।"

টীকা-১৬. এবং আল্লাহ্‌র দরবারে এভাবে আরয করেন–

টীকা-১৭. অর্থাৎ তোমার দয়া ও তোমার জ্ঞান প্রত্যেকটি বস্তুরই পরিবেষ্টনকারী।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ প্রার্থনার পূর্বে আল্লাহ্‌র প্রশংসা পেশ করা দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হলো যে, দো'আ-প্রার্থনার নিয়মাবলীর মধ্যে এটাও রয়েছে যে, প্রথমে আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রশংসা বাক্য পাঠ করা হবে অতঃপর স্বীয় উদ্দেশ্য পেশ করা হবে।

টীকা-১৮. অর্থাৎ দ্বীন ইসলামের উপর।

টীকা-১৯. তাদেরকেও প্রবিষ্ট করো।

টীকা-২০. ক্বিয়ামত-দিবসে, যখন তারা জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে এবং তাদের পাপ-কার্যাদি তাদের সামনে পেশ করা হবে, আর তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন ফিরিশ্তাগণ তাদের উদ্দেশ্যে বলবেন–

টীকা-২১. দুনিয়ার মধ্যে

টীকা-২২. কেননা, প্রথমে প্রাণহীন বীর্য ছিলো। এ মৃতাবস্থার পর তাদেরকে প্রাণ দান করে জীবিত করেন। অতঃপর জীবনের সময়সীমা পূর্ণ হবার পর মৃত্যু দিয়েছেন। অতঃপর পুনরুত্থানের জন্য জীবিত করেন।

টীকা-২৩. এর উত্তর এ হবে যে, দোযখ থেকে বের হবার তোমাদের কোন উপায় নেই এবং তোমরা যে অবস্থায়ই থাকো ও যে শাস্তিতেই লিপ্ত হও না কেন, তা থেকে পরিত্রাণের কোন পথই পেতে পারো না।

টীকা-২৪. অর্থাৎ এ শাস্তি ও সেটার সার্বক্ষণিক ও চিরস্থায়ী হবার কারণ হচ্ছে তোমাদেরই এ কৃতকর্ম যে, যখনই আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা হতো এবং 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলা হতো, তখন তোমরা তা অস্বীকার করতে এবং কুফর অবলম্বন করতে।

টীকা-২৫. এবং শির্ককেই সমর্থন করতে।

টীকা-২৬. অর্থাৎ স্বীয় সৃষ্ট বস্তুগুলোর মধ্যে আশ্চর্যজনক বস্তুসমূহ, যেগুলো তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতার প্রমাণ বহন করে। যেমন বায়ু-প্রবাহ, মেঘমালা ও বিজলী ইত্যাদি।

فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ﴿١١﴾

এখন আমরা আমাদের পাপসমূহ স্বীকার করেছি। সুতরাং আগুন থেকে বের হবারও কোন পথ আছে কি (২৩)?'

ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ ۖ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا ۚ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿١٢﴾

১২. এটা এ জন্য হলো যে, যখন এক আল্লাহকে আহ্বান করা হতো তখন তোমরা কুফর করতে (২৪) এবং যদি তাঁর শরীক স্থির করা হতো তবে তোমরা তা মেনে নিতে (২৫)। সুতরাং নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা আল্লাহরই রয়েছে, যিনি সর্বাপেক্ষা উচ্চ, মহান।

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿١٣﴾

১৩. তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে স্বীয় নিদর্শনসমূহ দেখান (২৬) এবং তোমাদের জন্য আসমান থেকে জীবিকা অবতীর্ণ করেন (২৭) এবং উপদেশ মান্য করেনা (২৮), কিন্তু যারা প্রত্যাবর্তন করে (২৯)।

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١٤﴾

১৪. সুতরাং আল্লাহর বন্দেগী করো নিরেট তাঁরই বান্দা হয়ে (৩০) যদিও অপছন্দ করে কাফিরগণ।

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾

১৫. সমুচ্চ মর্যাদাদাতা (৩১), আরশের অধিপতি, ঈমানের প্রাণ, ওহী প্রেরণ করেন আপন নির্দেশে আপন বান্দাদের মধ্যে যাঁর প্রতি চান (৩২) এ জন্য যে, তিনি সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করবেন (৩৩);

يَوْمَ هُم بَارِزُونَ ۖ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾

১৬. যেদিন তারা সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে পড়বে (৩৪), সেদিন আল্লাহর নিকট তাদের কোন অবস্থাই গোপন থাকবে না (৩৫)। আজ বাদশাহী কার (৩৬)? 'এক আল্লাহ্, সবার উপর পরাক্রমশালীর (৩৭)।'

الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

১৭. আজ প্রত্যেক সত্তা আপন কৃতকর্মের

টীকা-২৭. বৃষ্টি বর্ষণ করে

টীকা-২৮. এবং ঐসব নিদর্শন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না।

টীকা-২৯. সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি এবং শির্ক থেকে তাওবাকারী হয়।

টীকা-৩০. শির্ক থেকে বিরত থেকে।

টীকা-৩১. নবীগণ, ওলীগণ ও আলিমগণকে জান্নাতের মধ্যে

টীকা-৩২. অর্থাৎ আপন বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করেন, নবূয়তের মহান পদ-মর্যাদা দান করেন এবং যাকে নবী করেন তাঁর কাজ হচ্ছে-

টীকা-৩৩. এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে ক্বিয়ামত-দিবসের ভয় দেখান, যেদিন আসমানবাসীগণ ও পৃথিবীবাসীগণ, পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণ সাক্ষাৎ করবে এবং রূহসমূহ আপন আপন শরীরের সাথে ও প্রত্যেক কর্ম-সম্পাদনকারী আপন কৃতকর্মের সাথে সাক্ষাৎ করবে।

টীকা-৩৪. কবরসমূহ থেকে বের হয়ে; এবং কোন ইমারত অথবা পর্বত এবং আত্মগোপন করার স্থান ও আড়াল পাবে না।

টীকা-৩৫. না কার্যাদি, না কথাবার্তা, না অন্যান্য অবস্থাদি। আর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে তো কোন বস্তু কখনো গোপন থাকতে পারে না। কিন্তু ঐ দিনটা এমনই হবে যে, ঐ সমস্ত লোকের জন্য কোন পর্দা ও আড়াল থাকবে না, যা দ্বারা তারা তাদের ধারণা অনুযায়ী, তাদের অবস্থাদি গোপন করতে পারবে। আর সৃষ্টি বিলীন হবার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন-

টীকা-৩৬. এখন কেউ থাকবে না জবাব দেয়ার। নিজেই এর জবাবে বলবেন- "এক পরাক্রমশালী আল্লাহরই।"

অপর এক অভিমত এই যে, ক্বিয়ামত-দিবসে যখন সমস্ত পূর্ব ও পরবর্তীগণ উপস্থিত হবে, তখন এক আহ্বানকারী আহ্বান করবে- "আজ কার বাদশাহী?" সমস্ত সৃষ্টি জবাব দেবে- لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (এক পরাক্রমশালী আল্লাহরই)। যেমন পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হচ্ছে-

টীকা-৩৭. মু'মিনগণতো এ জবাব-বাক্যটা অতি তৃপ্তি সহকারে আরয করবেন। কেননা, তাঁরা পৃথিবীতে এটাই নিশ্চিত বিশ্বাস করতেন, এটাই স্বীকার করতেন এবং এরই কারণে এসব মর্যাদা অর্জিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে, কাফিরগণ লাঞ্ছনা ও লজ্জা সহকারে এটা স্বীকার করবে এবং দুনিয়ায় তাদের অস্বীকার করার জন্য লজ্জিত হবে।

لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ⑰

প্রতিফল লাভ করবে (৩৮), আজ কারো প্রতি যুলুম হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ শীঘ্রই হিসাব গ্রহণকারী।

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ۚ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ⑱

১৮. এবং তাদেরকে সতর্ক করো ঐ সন্নিকটে আগমনকারী বিপদসঙ্কুল দিন সম্পর্কে (৩৯) যখন হৃদয় কণ্ঠাগত হবে (৪০) দুঃখ-কষ্টে ভরা। এবং যালিমদের না কোন বন্ধু আছে, না এমন কোন সুপারিশকারী আছে, যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে (৪১)।

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ⑲

১৯. আল্লাহ্ জানেন চোখের কোণার গোপন চুরি সম্পর্কেও (৪২) এবং যা কিছু বক্ষসমূহে গোপন রয়েছে (৪৩)।

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ۖ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ⑳

২০. এবং আল্লাহ্ সঠিক ফয়সালা করেন এবং তিনি ব্যতীত যাদের (৪৪) পূজা করে তারা কোন কিছুর মীমাংসা করতে পারে না (৪৫)। নিশ্চয় আল্লাহ্ই শুনেন, দেখেন (৪৬)।

রুকূ' - তিন

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ㉑

২১. তবে কি তারা পৃথিবী-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করেনি? তাহলে দেখতো কেমন পরিণতি হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীদের (৪৭)। তাদের ক্ষমতা ও যমীনের মধ্যে তারা যে সব নিদর্শন রেখে গেছে (৪৮) তা তাদের চেয়েও অধিকতর। অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে পাপগুলোর উপর পাকড়াও করেছেন এবং আল্লাহ্ থেকে তাদেরকে রক্ষা করার কেউ নেই (৪৯)।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ㉒

২২. এটা এ জন্য যে, তাদের নিকট তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে আসতেন (৫০) অতঃপর তারা কুফর করতো। সুতরাং আল্লাহ্ তাদেরকে পাকড়াও করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিশালী, কঠোর শাস্তিদাতা।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ㉓

২৩. এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে আপন নিদর্শনসমূহ ও সুস্পষ্ট সনদ সহকারে প্রেরণ করেছি;

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ㉔

২৪. ফিরআউন, হামান ও ক্বারূনের প্রতি; অতঃপর তারা বললো, 'এ'তো যাদুকর, বড় মিথ্যাবাদী (৫১)।'

فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا

২৫. অতঃপর যখন সে তাদের প্রতি আমার নিকট থেকে সত্য নিয়ে এসেছে (৫২),

টীকা-৩৮. সৎকর্মপরায়ন ব্যক্তি তার সৎকর্মের এবং পাপী তার পাপের।

টীকা-৩৯. এটা দ্বারা রোজ-ক্বিয়ামত বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৪০. দারুন ভয়ের কারণে না বের হতে পারবে, না ভিতরেই আপন স্থানে ফিরে আসতে পারবে।

টীকা-৪১. অর্থাৎ কাফিরগণ সুপারিশ থেকে বঞ্চিত থাকবে।

টীকা-৪২. অর্থাৎ দৃষ্টিসমূহের অবিশ্বস্ততা ও চুরি; পরনারীকে অবৈধভাবে দেখা ও নিষিদ্ধ বস্তুসমূহের প্রতি তাকানো।

টীকা-৪৩. অর্থাৎ অন্তরসমূহের গোপন কথা- সব কিছুই আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানে রয়েছে।

টীকা-৪৪. অর্থাৎ যে সব প্রতিমার এসব মুশরিক

টীকা-৪৫. কেননা, সেগুলোর না আছে জ্ঞান, না আছে ক্ষমতা। সুতরাং সেগুলোর উপাসনা করা এবং সেগুলোকে খোদার শরীক সাব্যস্ত করা অতি সুস্পষ্ট বাতিলই।

টীকা-৪৬. স্বীয় সৃষ্টির কথাবার্তা, কার্যকলাপ এবং সমস্ত অবস্থা।

টীকা-৪৭. যারা রসূলগণকে অস্বীকার করেছিলো।

টীকা-৪৮. কিল্লা, প্রাসাদ, নহর, চৌবাচ্চা ও বড়বড় ইমারতসমূহ।

টীকা-৪৯. যে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে। অন্যান্যদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা বিবেকবানদেরই কাজ। এ যুগের কাফিরগণ এ সব অবস্থা দেখে কেন শিক্ষা গ্রহণ করছে না। তারা এ কথা কেন চিন্তা করছে না যে, পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলো তাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী, বলিষ্ঠ, সম্পদশালী এবং কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এ দৃষ্টান্তমূলক পন্থায় তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এটা কেন হলো?

টীকা-৫০. মু'জিযাদি দেখাতেন

টীকা-৫১. এবং তারা আমার নিদর্শনসমূহ ও অকাট্য প্রমাণাদিকে যাদু বলে আখ্যায়িত করেছে।

টীকা-৫২. অর্থাৎ নবী হয়ে আল্লাহ্র পয়গাম নিয়ে আসেন। অতঃপর ফিরআউন ও তার অনুসারীরা

টীকা-৫৩. যাতে লোকেরা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের অনুসরণ থেকে বিরত হয়।

টীকা-৫৪. কিছুই কাজে আসার মতো নয়। সম্পূর্ণ অকেজো ও নিষ্প্রয়োজন। পূর্বেও ফিরআউনের অনুসারীগণ ফিরআউনের নির্দেশে হাজার হাজার হত্যা করেছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র ফয়সালা (قضاء الٰهی) বাস্তবায়িতই হয়েছে। আর হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা, ফিরআউনের ঘরেই লালন-পালন করিয়েছেন, তার দ্বারা সেবা করিয়েছেন। যেমনিভাবে, ফিরআউনীদের ষড়যন্ত্রগুলো ব্যর্থ হয়েছে, তেমনিভাবে, বর্তমানে ঈমানদারদেরকে বাধা প্রদানের জন্য পুনরায় হত্যাযজ্ঞ আরম্ভ করাও নিষ্ফল। হযরত মূসার (আমাদের নবী ও তাঁর উপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক!) দ্বীনের প্রচলন করাই আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছিলো। তাতে কে বাধা দিতে পারে?

টীকা-৫৫. তার দলীয়দেরকে,

টীকা-৫৬. ফিরআউন যখনই হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে হত্যা করার ইচ্ছা করতো, তখনই তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে তা থেকে নিষেধ করতো, আর বলতো, "এ'তো ঐ ব্যক্তি নয়, যার সম্পর্কে তোমার শঙ্কা রয়েছে। এ'তো একজন সাধারণ যাদুকর। তার উপর তো আমরা আমাদের যাদু দ্বারা বিজয়ী হয়ে যাবো। আর তাকে যদি হত্যা করে ফেলো, তা হলে সাধারণ লোকেরা এ সন্দেহের শিকার হয়ে যাবে যে, ঐ ব্যক্তি সত্যবাদী ছিলো, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো; সুতরাং তুমি প্রমাণ সহকারে তার সাথে মুকাবিলা করতে অক্ষম হয়েছো, জবাব দিতে পারোনি। এ কারণে তুমি তাকে হত্যা করে ফেলেছো।"

কিন্তু, বাস্তবে ফিরআউনের এ কথা বলা, 'আমাকে ছেড়ে দাও, 'আমি মূসাকে হত্যা করবো'; নিছক হুমকিই ছিলো। সে নিজেই তাঁর (হযরত মূসা) সত্য নবী হওয়ার বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলো। আর সে জানতো যে, যে সব মু'জিযা তিনি নিয়ে এসেছেন সেগুলো আল্লাহ্‌রই নিদর্শন, যাদুমন্ত্র নয়। কিন্তু সে এ কথা মনে করতো যে, তাঁকে শহীদ করার ইচ্ছা করলে তিনি তার ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করবেন। তা থেকে এ কথাই উত্তম হবে যে, দীর্ঘ আলোচনায় দীর্ঘক্ষণ অতিবাহিত হয়ে যাক!

যদি না ফিরআউন আন্তরিকভাবে তাঁকে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করতো, আর এ কথাও না জানতো যে, খোদায়ী সমর্থনের ফলে যাঁরা তাঁর সাথে আছেন তাঁদের মুকাবিলা করা অসম্ভব, তবে তাঁকে হত্যা করার ব্যাপারে কখনো চিন্তা-ভাবনা করতো না। কেননা, সে মহা রক্তপিপাসু, হত্যাকারী, যালিম ও পাষাণ-হৃদয় ছিলো। সামান্য কথার উপর ভিত্তি করে হাজার হাজার খুন করে ফেলতো।

টীকা-৫৭. তিনি নিজে নিজেকে যাঁর রসূল বলে দাবী করছেন, যাতে তাঁর প্রতিপালক তাঁকে আমাদের কবল থেকে রক্ষা করেন। ফিরআউনের এ উক্তি এরই সাক্ষ্য বহন করে যে, তার অন্তরে তাঁর ও তাঁর দো'আ-প্রার্থনাসমূহের ভয় ছিলো। সে স্বীয় অন্তরে তাঁকে ভয় করতো। বাহ্যতঃ স্বীয় সম্মান রক্ষার্থে এ কথা প্রকাশ করতো যে, সে সম্প্রদায়ের লোকদের বাধাদানের কারণে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে হত্যা করছে না।

قَالُوا اقْتُلُوٓا اَبْنَآءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وَاسْتَحْيُوْا نِسَآءَهُمْ ؕ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿٢٥﴾

তখন বললো, 'যারা তার উপর ঈমান এনেছে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করো এবং নারীদেরকে জীবিত রাখো (৫৩)!' আর কাফিরদের ষড়যন্ত্র তো নয় কিন্তু উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরাফিরা করা মাত্র (৫৪)।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾

২৬. এবং ফিরআউন বললো (৫৫), 'আমাকে ছেড়ে দাও আমি মূসাকে হত্যা করবো (৫৬) এবং সে আপন প্রতিপালককে আহ্বান করুক (৫৭)! আমি আশংকা করছি যে, সে তোমাদের ধর্মে পরিবর্তন ঘটাবে (৫৮) অথবা যমীনের মধ্যে সন্ত্রাস ছড়াবে (৫৯)।'

وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾

২৭. এবং মূসা (৬০) বললো, 'আমি তোমাদের ও আমার প্রতিপালকের আশ্রয় নিচ্ছি প্রত্যেক ঐ দাম্ভিক থেকে, যে হিসাবের দিনকে বিশ্বাস করে না (৬১)।'

মানযিল - ৬

টীকা-৫৮. এবং তোমাদেরকে ফিরআউন-পূজা ও মূর্তি-পূজা থেকে মুক্ত করে ফেলবে।

টীকা-৫৯. ঝগড়া-বিবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ করে।

টীকা-৬০. ফিরআউনের বিভিন্ন হুমকি শুনে

টীকা-৬১. হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম ফিরআউনের কঠোর কথাগুলোর জবাবে নিজ থেকে কোন একটা শব্দও নিজের বড়ত্বের উচ্চারণ করেন নি; বরং আল্লাহ্ তা'আলারই আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। আর তাঁরই উপর ভরসা করেছেন এটাই হচ্ছে- খোদা-পরিচিতিসম্পন্নদের নিয়ম। আর এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে প্রত্যেক ধরণের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেছেন।

বস্তুতঃ এ বরকতময় বাক্যসমূহে কতই মূল্যবান হিদায়ত রয়েছে! যেমন-

ক) এ কথা বলা- 'আমি তোমাদের ও আমার প্রতিপালকের আশ্রয় নিচ্ছি।'

খ) এ'তে এই পথ-নির্দেশনাও রয়েছে যে, প্রতিপালক মাত্র একই।

গ) এই পথ-নির্দেশনাও রয়েছে যে, যে কেউ তাঁর (আল্লাহ্) আশ্রয়ে আসে, তাঁরই উপর ভরসা করে, আর তিনি তাকে সাহায্য করেন, কেউই তার ক্ষতি

করতে পারে না।

ঘ) এ পথনির্দেশনাস আছে যে, আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা বন্দেগীরই চিহ্ন। আর

ঙ) 'তোমাদের প্রতিপালক' বলার মধ্যে এ হিদায়তও রয়েছে যে, যদি তোমরা আল্লাহ্‌রই উপর নির্ভর করো, তবে তোমরাও সৌভাগ্য লাভ করতে পারবে।

রুকূ' – চার

২৮. এবং বললো, ফির্‌আউন সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে এক মুসলিম ব্যক্তি যে আপন ঈমানকে গোপন রাখতো, 'তোমরা একজন লোককে কি এ জন্যই হত্যা করছো যে, সে বলে– আমার প্রতিপালক আল্লাহ্; অথচ নিশ্চয় সে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে নিয়ে এসেছে (৬২)? এবং যদি এ কথা মনে করা হয় যে, তিনি ভুল বলছেন, তবে তাঁর ভুল বলার অশুভ পরিণাম তাঁরই উপর বর্তাবে, আর যদি তিনি সত্যবাদী হন, তবে তোমাদেরকেও স্পর্শ করবে এমন কিছু, যার তিনি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন (৬৩)। নিশ্চয় আল্লাহ্ পথ প্রদান করেন না তাকেই, যে সীমা লংঘনকারী, মহা মিথ্যাবাদী হয় (৬৪)।

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۖ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾

২৯. হে আমার সম্প্রদায়! আজ বাদশাহী তোমাদেরই; তোমরাই এই ভূমিতে আধিপত্য রাখো (৬৫)। তবে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে আমাদেরকে কে রক্ষা করবে, যদি আমাদের উপর এসে পড়ে? ফির্‌আউন বললো, 'আমি তো তোমাদেরকে তাই বুঝাই, যা আমার বুঝে আসে (৬৬)। আর আমি তোমাদেরকে তাই বলি, যা মঙ্গলেরই পথ।'

يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾

৩০. এবং ঐ ঈমানদার লোকটা বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের উপর (৬৭) পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর দিনের মত আশংকা করছি (৬৮);

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ﴿٣٠﴾

৩১. যেমন রীতি গত হয়েছে নূহের সম্প্রদায়, 'আদ, সামূদ ও তাদের পর অন্যান্যদের (৬৯); এবং আল্লাহ্ বান্দাদের উপর যুলুম চান না (৭০)।

مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿٣١﴾

৩২. এবং হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য ঐ দিনের আশংকা করছি, যেদিন উচ্চস্বরে আহ্বান করা হবে (৭১);

وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾

টীকা-৬২. যেগুলো দ্বারা তাঁর সত্যতা প্রকাশ পেয়েছে; অর্থাৎ নবূয়ত প্রমাণিত হয়েছে।

টীকা-৬৩. উদ্দেশ্য এ যে, এ দু'অবস্থার একটা অনিবার্য– হয়ত তিনি সত্যবাদী হবেন, নতুবা মিথ্যাবাদী। যদি মিথ্যাবাদী হন, তবে এমন মামলায় মিথ্যা বলে তিনি সেটার অশুভ পরিণাম থেকে রক্ষা পাবেন না, বরং ধ্বংস হয়ে যাবেন। আর যদি সত্যবাদী হন, তবে যেই শাস্তির তিনি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তা থেকে বাস্তবেও কিছু তোমাদের নিকট পৌঁছে যাবেই। 'কিছুটা পৌঁছবে' এ জন্যই বলেছেন যে, তাঁর শাস্তির প্রতিশ্রুতি দুনিয়া ও আখিরাতে– উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক ছিলো। তা থেকে কার্যতঃ পার্থিব শাস্তিই সম্মুখীন হবার ছিলো।

টীকা-৬৪. যে, আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে।

টীকা-৬৫. অর্থাৎ মিশরে। সুতরাং এমন কাজ করোনা, যেন আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি আসে। যদি আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি আসে

টীকা-৬৬. অর্থাৎ হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে হত্যা করে ফেলা।

টীকা-৬৭. হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে অস্বীকার করা এবং তাঁর অনিষ্ট সাধনের প্রতি অগ্রসর হবার কারণে

টীকা-৬৮. যারা রসূলগণকে অস্বীকার করেছে;

টীকা-৬৯. যে, নবীগণ আলায়হিমুস্ সালামকে অস্বীকার করতে থাকে এবং প্রত্যেককে আল্লাহ্‌র শাস্তি ধ্বংস করেছে;

টীকা-৭০. গুনাহ্ ব্যতীত তাদেরকে শাস্তি দেন না এবং যুক্তি-প্রমাণ স্থির করা ব্যতিরেকে তাদেরকে ধ্বংস করেন না।

টীকা-৭১. সেটা হবে ক্বিয়ামত-দিবস। ক্বিয়ামত-দিবসকে يَوْمُ التَّنَادِ বা 'আহ্বানের দিন' এ জন্য বলা হয় যে, ঐ দিনে বিভিন্ন ধরণের 'ডাক-আহ্বান' উচ্চারিত হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপন দলীয় নেতার সাথে এবং প্রত্যেক দলকে আপন ইমাম বা নেতার সাথে ডাকা হবে। বেহেশ্‌তীগণ দোযখীগণকে, দোযখী বেহেশ্‌তীগণকে ডাকবে। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের ঘোষণা দেয়া হবে অর্থাৎ 'অমুক সৌভাগ্যবান হয়েছে; এখন

থেকে কখনো হতভাগ্য হবে না। আর অমুক হতভাগ্য হয়ে গেছে; এখন থেকে আর কখনো সৌভাগ্যবান হবে না।' আর যখন মৃত্যুকে যবেহ্ করা হবে, তখন আহ্বান করা হবে- 'হে জান্নাতবাসীগণ! এখন থেকে স্থায়িত্বই; মৃত্যু নেই। আর হে দোযখবাসীরা! এখন থেকে স্থায়িত্ব; আর মৃত্যু নেই।'

يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

৩৩. যে দিন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে (৭২); আল্লাহ্ থেকে (৭৩) তোমাদেরকে কেউ রক্ষাকারী নেই; এবং যাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথ প্রদর্শনকারী নেই।

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ۖ حَتّٰىٓ اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ۚ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ﴿٣٤﴾

৩৪. এবং নিশ্চয় এর পূর্বে (৭৪) তোমাদের নিকট য়ূসুফ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছে; অতঃপর তোমরা তার আনীত বিষয়ে সন্দেহের মধ্যেই ছিলে। শেষ পর্যন্ত যখন তিনি ইন্তিকাল করেছেন, তখন তোমরা বলেছো, "কখনো আল্লাহ্ কোন রসূল প্রেরণ করবেন না (৭৫)।' আল্লাহ্ এভাবে পথভ্রষ্ট করেন তাকেই, যে সীমা লংঘনকারী, সন্দেহ পোষণকারী (৭৬)।

الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾

৩৫. ঐসব লোক, যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহ সম্পর্কে ঝগড়া করে (৭৭), এমন কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়াই, যা তারা লাভ করেছে; কতই কঠোর ঘৃণার কথা আল্লাহ্র নিকট এবং ঈমানদারদের নিকট! আল্লাহ্ এভাবেই মোহর করে দেন অহংকারী ও গোঁড়া ব্যক্তির সমগ্র অন্তরের উপর (৭৮)।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ﴿٣٦﴾

৩৬. এবং ফিরআউন বললো (৭৯), 'হে হামান! আমার জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করো, হয়ত আমি পৌঁছে যাবো রাস্তাগুলো পর্যন্ত।

اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ۚ وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ۚ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ ﴿٣٧﴾

৩৭. কি ধরণের রাস্তা? আস্মান সমূহের রাস্তা। অতঃপর মূসার খোদাকে উঁকি দিয়ে দেখবো এবং নিশ্চয় আমার ধারণায় তো সে মিথ্যাবাদী (৮০)।' এবং এভাবে ফিরআউনের দৃষ্টিতে তার মন্দ কাজকে (৮১) সুশোভিত করে দেখানো হয়েছে (৮২) এবং তাকে সরল পথ থেকে বিরত রাখা হয়েছে। আর ফিরআউনের ষড়যন্ত্র (৮৩) ধ্বংসের পথেই ছিলো।

রুকূ' - পাঁচ

وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٣٨﴾

৩৮. এবং ঐ ঈমানদার ব্যক্তি বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়, আমার অনুসরণ করো। আমি তোমাদেরকে কল্যাণের পথ দেখিয়ে দেবো।

يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ

৩৯. হে আমার সম্প্রদায়! এ দুনিয়ার জীবন তো কিছুদিন ভোগ করা মাত্র (৮৪)।

টীকা-৭২. হিসাব-নিকাশের স্থান হতে দোযখের দিকে।

টীকা-৭৩. অর্থাৎ তাঁর শাস্তি থেকে।

টীকা-৭৪. অর্থাৎ হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের পূর্বে।

টীকা-৭৫. এ প্রমাণহীন কথা তোমরা, অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তীগণ, নিজেরাই রচনা করেছো, যাতে হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালামের পরে আগমনকারী নবীগণের প্রতি মিথ্যারোপ করো এবং তাদেরকে অস্বীকার করো। সুতরাং তোমরা কুফরের উপর স্থির রয়েছো, হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালামের নবূয়তে সন্দেহ করাকে অব্যাহত রেখেছো, আর পরবর্তীগণের নবূয়তকে অস্বীকার করার জন্য তোমরা এ কল্পনা উদ্ভাবন করে রেখেছো যে, 'এখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন রসূলই প্রেরণ করবেন না।'

টীকা-৭৬. ঐসব বস্তুর মধ্যে, যেগুলোর পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি রয়েছে।

টীকা-৭৭. সেগুলোকে অস্বীকার করে,

টীকা-৭৮. ফলে, তাতে হিদায়ত গ্রহণ করার কোন অবকাশই অবশিষ্ট থাকে না।

টীকা-৭৯. অজ্ঞতা ও ধোকাবশতঃ আপন উযিরকে,

টীকা-৮০. অর্থাৎ মূসা আমি ব্যতীত অন্য খোদাকে স্বীকৃতি দেয়ার মধ্যে। এ কথাটা ফিরআউন আপন সম্প্রদায়কে ধোকা দেয়ার নিমিত্তবলেছিলো। কেননা, সে জানতো যে, সত্য উপাস্য শুধু আল্লাহ্ তা'আলাই। বস্তুতঃ ফিরআউন নিজে নিজেকে প্রতারণার উদ্দেশ্যেই খোদা স্থির করতো। (এ ঘটনার বিবরণ 'সূরা ক্বাসাস'-এর মধ্যে গত হয়েছে।)

টীকা-৮১. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শির্ক করা এবং তাঁর রসূলকে অস্বীকার করা।

টীকা-৮২. অর্থাৎ শয়তানেরা প্ররোচনা দিয়ে তার মন্দ কর্মসমূহকে তার দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দেখিয়েছে।

টীকা-৮৩. যা হযরত মূসা আলায়হিস সালামের আয়াতসমূহকে বাতিল করার মানসে সে অবলম্বন করেছে।

টীকা-৮৪. অর্থাৎ ক্ষণকালের জন্য অস্থায়ী উপকার, যার কোন স্থায়িত্ব নেই।

টীকা-৮৫. অর্থ এ যে, দুনিয়া ধ্বংসশীল, আর আখিরাত হচ্ছে স্থায়ী। স্থায়ীই হচ্ছে অধিকতর উত্তম। এরপর সৎ ও অসৎ কার্যাদি এবং সেগুলোর পরিণতি বর্ণনা করেন।

টীকা-৮৬. কেননা, কার্যাদির গ্রহণযোগ্যতা ঈমানের উপর নির্ভরশীল।

وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۝

আর নিশ্চয় ঐ পরবর্তী (জগত) হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস (৮৫)।

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

৪০. যে মন্দ কাজ করে, তবে সে প্রতিফল পাবে না, কিন্তু ততটুকুই। আর যে সৎকর্ম করে– পুরুষ হোক কিংবা নারী এবং সে যদি মুসলমান হয় (৮৬), তবে তারা জান্নাতে প্রবিষ্ট হবে। সেখানে অগণিত রিয্‌ক্ব পাবে (৮৭)।

وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ۝

৪১. এবং হে আমার সম্প্রদায়! আমার কি হলো, আমি তোমাদেরকে আহ্বান করছি মুক্তির দিকে (৮৮), আর তোমরা আমাকে ডাকছো দোযখের দিকে (৮৯)!

تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۖ وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ۝

৪২. আমাকে ডাকছো যেন আমি আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করি এবং এমন কিছুকে তাঁর শরীক দাঁড় করাই, যা আমার জ্ঞানে নেই। আর আমি তোমাদেরকে ঐ মহা সম্মানিত, অতিশয় ক্ষমাশীলের প্রতি আহ্বান করছি।

لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ۝

৪৩. নিজে নিজেই প্রমাণিত হলো যে, যার প্রতি আমাকে আহ্বান করছো (৯০), তাকে ডাকা কোন কাজের নয় দুনিয়াতে, না আখিরাতে (৯১) আর এই আমার প্রত্যাবর্তন আল্লাহ্‌রই দিকে (৯২) এবং এ যে, সীমালংঘনকারীরাই (৯৩) হচ্ছে দোযখী।

فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ۗ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۝

৪৪. অঃপর শীঘ্রই ঐ সময় আসছে, যার সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে বলছি; সেটাকে তোমরা স্মরণ করবেই (৯৪) এবং আমি আপন কর্ম আল্লাহ্‌রই দিকে সোপর্দ করছি। নিশ্চয় আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন (৯৫)।

فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ۝

৪৫. অতঃপর আল্লাহ্ তাকে রক্ষা করেছেন, তাদের প্রতারণার অনিষ্টাদি থেকে (৯৬) এবং ফিরআউনের অনুসারীদেরকে কঠিন শাস্তি ঘিরে রেখেছে (৯৭)।

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۗ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ۝

৪৬. আগুন, যার উপর তাদেরকে সকাল ও সন্ধ্যায় উপস্থিত করা হয় (৯৮)। এবং যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন নির্দেশ দেয়া হবে– 'ফিরআউনের অনুসারীদেরকে কঠিনতর শাস্তিতে প্রবিষ্ট করো।'

টীকা-৮৭. এটা আল্লাহ্ তা'আলার মহা অনুগ্রহ।

টীকা-৮৮. জান্নাতের প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের দীক্ষা দিয়ে

টীকা-৮৯. কুফর ও শির্কের প্রতি আহ্বান করে!

টীকা-৯০. অর্থাৎ প্রতিমার প্রতি।

টীকা-৯১. কেননা, তা প্রাণহীন জড়পদার্থ মাত্র।

টীকা-৯২. তিনিই আমাকে প্রতিফল দেবেন

টীকা-৯৩. অর্থাৎ কাফির

টীকা-৯৪. অর্থাৎ শাস্তি অবতীর্ণ হবার মুহূর্তে তোমরা আমার উপদেশসমূহ স্মরণ করবে। আর তখনকার স্মরণ করা কোন উপকারে আসবে না। এ কথা শুনে ঐসব লোক ঐ মু'মিনকে ধমক দিলো– "যদি তুমি আমাদের ধর্মের বিরোধিতা করো তবে আমরা তোমার প্রতি মন্দ ব্যবহার করবো।" এর জবাবে সে বললো–

টীকা-৯৫. এবং তাদের কৃতকর্মসমূহ ও অবস্থাদি জানেন। তখন ঐ ঈমানদার লোকটা তাদের মধ্য থেকে বের হয়ে পাহাড়ের দিকে চলে গেলো। আর সেখানে নামাযে রত হয়ে গেলো। ফিরআউন এক হাজার লোককে তার খোঁজে প্রেরণ করলো। আল্লাহ্ তা'আলা বন্য পশুগুলোকে তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়োগ করে দিলেন। যে ফিরআউনী তাঁর প্রতি আসলো, বন্য পশুগুলো তাকে হত্যা করলো। আর যে লোকটা ফিরে গিয়েছিলো সে ফিরআউনকে ঘটনা বর্ণনা করলো। ফিরআউন তাকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করলো, যাতে ঐ ঘটনা প্রকাশ না পায়।

টীকা-৯৬. এবং সে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের সাথী হয়ে মুক্তি পেলো, যদিও সে ছিলো ফিরআউনের সম্প্রদায়ভুক্ত।

টীকা-৯৭. দুনিয়ার মধ্যে তো এ শাস্তি যে, তারা ফিরআউনের সাথে ডুবে গেছে আর আখিরাতে দোযখ অবধারিত।

টীকা-৯৮. তাতে জ্বালানো হয়। হযরত ইবনে মাস্'উদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বলেন, 'ফিরআউনের অনুসারীদের আত্মাগুলোকে কালো বর্ণের পাখীর

দেহের মধ্যে রেখে প্রত্যেহ দু'বার– সকাল ও সন্ধ্যায় আগুনের উপর পেশ করা হয়। আর সেগুলোকে বলা হয়, "এ আগুনেই তোমাদের অবস্থান।" আর ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদের সাথে এমনই করা হবে।

মাস্‌আলাঃ এ আয়াত থেকে কবরের শাস্তির পক্ষে প্রমাণ স্থির করা যায়।

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, প্রত্যেক মৃত্যুবরণকারীর সামনে তার অবস্থানের স্থান সকালে ও সন্ধ্যায় পেশ করা হয়– জান্নাতবাসীর সামনে জান্নাতের ও দোযখবাসীর সামনে দোযখের। আর তাকে বলা হয়, "এটা তোমার ঠিকানা। শেষ পর্যন্ত, ক্বিয়মত-দিবসে আল্লাহ্‌তা'আলা তোমাকে সেটারই প্রতি উত্থিত করবেন।"

وَاِذْ يَتَحَاجُّوْنَ فِي النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ﴿٤٧﴾

৪৭. এবং (৯৯) যখন তারা আগুনের মধ্যে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে, তখন দুর্বলেরা তাদেরকেই বলবে, যারা বড় সেজে বসতো, 'আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম (১০০)। সুতরাং তোমরা কি আমাদের নিকট থেকে আগুনের কিছু অংশ হ্রাস করে নেবে?'

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾

৪৮. ঐ দাম্ভিকেরা বলবে (১০১), 'আমরা সবাইতো আগুনের মধ্যেই রয়েছি (১০২); নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তো বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করে ফেলেছেন (১০৩)।'

وَقَالَ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾

৪৯. এবং যারা আগুনের মধ্যে রয়েছে তারা সেটার দারোগাদেরকে বলবে, 'আপন প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করো যেন আমাদের উপর শাস্তির একটি দিন হাল্‌কা করে দেন (১০৪)।'

قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا بَلٰى قَالُوْا فَادْعُوْا وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿٥٠﴾

৫০. তারা বলবে, 'তোমাদের রসূলগণ কি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আনতেন না (১০৫)?' তারা বলবে, 'কেন নয় (১০৬)?' বলবে, 'সুতরাং তোমরাই প্রার্থনা করো(১০৭)।' এবং কাফিরদের প্রার্থনা নয়, কিন্তু উদ্দেশ্যহীনভাবে (ব্যর্থ হয়ে) ফেরার জন্যই।

রুকূ' – ছয়

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ﴿٥١﴾

৫১. নিশ্চয় নিশ্চয় আমি আপন রসূলগণকে সাহায্য করবো এবং ঈমানদারগণকেও (১০৮) পার্থিব জীবনের মধ্যে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে (১০৯)।

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿٥٢﴾

৫২. যে দিন যালিমদেরকে তাদের ওযর-আপত্তি কোন উপকার করবে না (১১০) এবং তাদের জন্য অভিসম্পাত রয়েছে ও তাদের জন্য নিকৃষ্ট আবাস (১১১)।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى

৫৩. এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে পথ-নির্দেশনা

টীকা-৯৯. হে নবীকূল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! আপন সম্প্রদায়ের নিকট জাহান্নামের মধ্যে কাফিরদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া করার অবস্থা উল্লেখ করুন, যে–

টীকা-১০০. দুনিয়ার মধ্যে। আর তোমাদের কারণেই কাফির হয়েছি।

টীকা-১০১. অর্থাৎ কাফিরদের নেতাগণ জবাব দেবে–

টীকা-১০২. প্রত্যেকে নিজ নিজ বিপদে লিপ্ত। আমাদের মধ্যে কেউ কারো কাজে আসতে পারে না।

টীকা-১০৩. ঈমানদারদেরকে তিনি জান্নাতে প্রবিষ্ট করে ফেলেছেন, আর কাফিরদেরকে জাহান্নামে। যা হবার ছিলো তা হয়েই গেছে।

টীকা-১০৪. অর্থাৎ দুনিয়ার একদিনের পরিমাণ সময় পর্যন্ত আমাদের শাস্তি হ্রাস করা হোক!

টীকা-১০৫. তাঁরা কি সুস্পষ্ট মু'জিযাদি প্রকাশ করেন নি? অর্থাৎ তোমাদের জন্য এখন ওযর-আপত্তির অবকাশই বাকী থাকেনি।

টীকা-১০৬. অর্থাৎ কাফির নবীগণের শুভাগমন ও নিজের কাফির হবার কথা স্বীকার করবে।

টীকা-১০৭. আমরা কাফিরদের পক্ষে প্রার্থনা করবো না। বস্তুতঃ তোমাদের প্রার্থনাও নিষ্ফল।

টীকা-১০৮. তাদেরকে বিজয় দান করে এবং মজবুত যুক্তি-প্রমাণ প্রদান করে আর তাদের শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ নিয়ে।

টীকা-১০৯. তা হচ্ছে ক্বিয়ামত-দিবস, যাতে ফিরিশ্‌তাগণ রসূলগণের ধর্ম প্রচার ও কাফিরদের অস্বীকার করার সাক্ষ্য দেবেন।

টীকা-১১০. এবং কাফিরদের কোন ওযর-আপত্তি গৃহীত হবে না।

টীকা-১১১. অর্থাৎ জাহান্নাম।

টীকা-১১২. অর্থাৎ তাওরীত ও মু'জিযাসমূহ।

টীকা-১১৩. অর্থাৎ তাওরীত অথবা তাদের নবীগণের উপর অবতীর্ণ সমস্ত কিতাবের।

টীকা-১১৪. আপন সম্প্রদায়ের নির্যাতনের উপর।

টীকা-১১৫. তিনি আপনার সাহায্য করবেন। আপনার দ্বীনকে বিজয়ী করবেন। আপনার শত্রুদেরকে ধ্বংস করবেন।

কালবী বলেন যে, ধৈর্যধারণের আয়াত জিহাদের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

টীকা-১১৬. অর্থাৎ আপন উম্মতের। (মাদারিক)

টীকা-১১৭. অর্থাৎ নিয়মিতভাবে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করো। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা বলেন, এটা দ্বারা পঞ্জেগানা নামাযের কথা বুঝানো হয়েছে।

দান করেছি (১১২) এবং বনী ইস্রাঈলকে কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি (১১৩)

وَاَوْرَثْنَا بَنِیْٓ اِسْرَآءِیْلَ الْكِتٰبَ ۙ﴿۵۳﴾

৫৪. বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের পথ-নির্দেশ ও উপদেশ।

هُدًی وَّذِكْرٰی لِاُولِی الْاَلْبَابِ ﴿۵۴﴾

৫৫. সুতরাং, হে মাহবূব! আপনি ধৈর্য ধারণ করুন (১১৪)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য (১১৫) এবং আপন লোকদের গুণাহ্‌সমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করুন (১১৬)। আর আপন প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করুন (১১৭)।!

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِیِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿۵۵﴾

৫৬. ঐসব লোক, যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ সম্পর্কে বিতর্ক করে এমন কোন দলীল ছাড়াই, যা তারা পেয়েছে (১১৮), তাদের অন্তরে নেই, কিন্তু (আছে) অহংকারের উন্মাদনা (১১৯), যা পর্যন্ত তারা পৌঁছবে না (১২০)। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করো (১২১)। নিশ্চয় তিনি শুনেন, দেখেন।

اِنَّ الَّذِیْنَ یُجَادِلُوْنَ فِیْۤ اٰیٰتِ اللّٰهِ بِغَیْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۙ اِنْ فِیْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِیْهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ﴿۵۶﴾

৫৭. নিশ্চয় আস্মানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি মানবকুলের সৃষ্টি অপেক্ষা অনেক বড় (১২২); কিন্তু বহু লোক জানেনা (১২৩)।

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿۵۷﴾

৫৮. এবং অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয় (১২৪); এবং না ঐসব লোক যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে এবং অসৎকর্মপরায়ণ (১২৫)। কত কম ধ্যানই করছো!

وَمَا یَسْتَوِی الْاَعْمٰی وَالْبَصِیْرُ ۙ۬ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِیْٓءُ ؕ قَلِیْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۵۸﴾

৫৯. নিশ্চয় ক্বিয়ামত অবশ্যই আগমনকারী, তাতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু বহুলোক ঈমান আনে না (১২৬)।

اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِیَةٌ لَّا رَیْبَ فِیْهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یُؤْمِنُوْنَ ﴿۵۹﴾

টীকা-১১৮. ঐ ঝগড়াকারীগণ দ্বারা 'ক্বোরাঈশ বংশীয় কাফিরগণ' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১১৯. এবং তাদের এ অহংকার তাদের মিথ্যারোপ, অস্বীকার ও কুফর অবলম্বনের কারণ হয়েছে; যেহেতু তারা একথা সহ্য করেনি যে, কেউ তাদের অপেক্ষা উঁচু হোক! এ কারণেই নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে শত্রুতা করেছে, এ কুধারণায় যে, 'যদি হুযূরকে নবী মেনে নিই, তবে স্বীয় বড়ত্ব চলে যাবে এবং উম্মত ও ছোট বনতে হবে।' আর তারা বড় বনে থাকারই মোহ রাখতো।

টীকা-১২০. এবং বড়ত্ব তো সম্ভবপর হবে না; বরং হুযূরের বিরোধিতা ও তাঁকে অস্বীকার করা তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও অবমাননার কারণ হবে।

টীকা-১২১. হিংসুকদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র থেকে।

টীকা-১২২. এ আয়াত পুনরুত্থানে অবিশ্বাসকারীদের খণ্ডনে অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্থির করা হয়েছে যে, যখন তোমরা আস্মান ও যমীনকে সৃষ্টি করার উপর ভিত্তি করে, সেগুলোর মহত্ব ও বড়ত্ব সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলাকে শক্তিমান বলে মেনে নিচ্ছো, তখন মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করাকে তাঁর ক্ষমতা বহির্ভূত বলে কেন মনে করছো?

টীকা-১২৩. 'বহু লোক' মানে এখানে 'কাফিরগণ' আর তাদের পুনরুত্থানকে অস্বীকারের কারণ হচ্ছে- তাদের অজ্ঞতা। কারণ, তারা আস্মান ও যমীনের সৃষ্টির উপর শক্তিমান হওয়া থেকে পুনরুত্থানের পক্ষে প্রমাণ স্থির করে না। সুতরাং তারা অন্ধের মতো হলো। আর যারা সৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব থেকে স্রষ্টার ক্ষমতার পক্ষে প্রমাণ গ্রহণ করে তারা হচ্ছে চক্ষুষ্মান লোকেরই মতো।

টীকা-১২৪. অর্থাৎ মূর্খ ও জ্ঞানী এক সমান নয়।

টীকা-১২৫. অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণ মু'মিন ও অসৎ কর্মপরায়ণ লোক- উভয়ে সমান নয়।

টীকা-১২৬. মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ায় বিশ্বাস করে না।

টীকা-১২৭. আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের প্রার্থনাসমূহ আপন করুণা দ্বারা গ্রহণ করেন এবং সেগুলো গৃহীত হবার কতিপয় শর্ত রয়েছেঃ

এক) দো'আ-প্রার্থনায় ইখলাস বা নিষ্ঠা।

দুই) অন্তর অন্যদিকে রত না হওয়া।

তিন) ঐ দো'আয় কোন নিষিদ্ধ বিষয় অন্তর্ভূক্ত না হওয়া।

চার) আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের উপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখা।

পাঁচ) এ অভিযোগ না করা যে, 'আমি দো'আ-প্রার্থনা করেছি, কিন্তু তা কবূল হয়নি।

যখন উক্ত শর্তাবলী সহকারে দো'আ করা হয়, তখন তা কবূল হয়।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, দো'আ-প্রার্থনাকারীর দো'আ কবূল হয়- হয়ত তার প্রার্থিত বস্তু তাকে দুনিয়াতেই শীঘ্র দেয়া হয়, অথবা আখিরাতে তার জন্য জমা রাখা হয়। অথবা তা দ্বারা তার গুনাহ্র কাফ্ফারা করে দেয়া হয়।

এ আয়াতের তাফসীরে একথাও বর্ণিত হয় যে, 'দো'আ মানে এখানে 'ইবাদত। বস্তুতঃ ক্বোরআনে করীমে 'দো'আ' শব্দটা 'ইবাদত' অর্থে বহু স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে।

হাদীস শরীফে আছে- اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ (আবূ দাঊদ ও তিরমিযী) অর্থাৎ- "দো'আ ইবাদতই।" এতদ্‌ভিত্তিতে, আয়াতের অর্থ এ হবে যে, 'তোমরা আমার 'ইবাদত করো, আমি তোমাদেরকে সাওয়াব দান করবো।"

টীকা-১২৮. যাতে তোমাদের কাজকর্ম প্রশান্তি সহকারে সুসম্পন্ন করতে পারো।

টীকা-১২৯. যে, তোমরা তাঁকে ছেড়ে প্রতিমাগুলোর পূজা করছো এবং তাঁর উপর ঈমান আনছো না; অথচ প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

টীকা-১৩০. এবং সত্য-বিমুখ হয় দলীলাদি স্থির হওয়া সত্ত্বেও।

টীকা-১৩১. এবং সেগুলোর প্রতি সত্য-সন্ধানীর দৃষ্টিতে দেখেনা ও গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে না।

টীকা-১৩২. যাতে তা তোমাদের বাসস্থান হয়- জীবদ্দশায়ও, মৃত্যুর পরেও।

টীকা-১৩৩. যে, সেটাকে গম্বুজের ন্যায় উঁচু করেছেন।

৬০. এবং তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, আমার নিকট প্রার্থনা করো, আমি গ্রহণ করবো (১২৭)। নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা আমার ইবাদত থেকে অহংকারে বিমুখ হয়, তারা অনতিবিলম্বে জাহান্নামে যাবে লাঞ্ছিত হয়ে।

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۞

রুকূ' - সাত

৬১. আল্লাহ্ হন, যিনি তোমাদের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা আরাম পাও এবং দিন সৃষ্টি করেছেন চক্ষুগুলো খোলার জন্য (১২৮)। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু বহু মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা।

اَللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۞

৬২. তিনিই হন আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক, প্রত্যেক কিছুর স্রষ্টা, তিনি ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী নেই। সুতরাং কোথায় যাচ্ছো বিপরীতমুখী হয়ে (১২৯)?

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۘ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنّٰى تُؤْفَكُونَ ۞

৬৩. এভাবেই বিপরীতমুখী হয় (১৩০) ঐসব লোক, যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে (১৩১)।

كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ ۞

৬৪. আল্লাহ্ হন, যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে স্থির করেছেন (১৩২) এবং আস্‌মানকে ছাদ (১৩৩); এবং তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন। সুতরাং তোমাদের আকৃতিগুলোকে উৎকৃষ্ট করেছেন (১৩৪)। আর তোমাদেরকে পবিত্র বস্তুসমূহ (১৩৫) জীবিকারূপে দিয়েছেন। তিনিই হন আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং বড়ই মঙ্গলময় হন আল্লাহ্, প্রতিপালক সমগ্র জাহানের।

اَللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۖ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِينَ ۞

৬৫. তিনিই চিরঞ্জীব (১৩৬); তিনি ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী নেই। সুতরাং তাঁরই ইবাদত

هُوَ الْحَيُّ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ

টীকা-১৩৪. যে, তোমাদেরকে সোজা দাঁড়ানোর উপযোগী গড়নময়, সুন্দর চেহারা সম্পন্ন, মানানসই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিকারী করেছেন; পশুর মতো করে সৃষ্টি করেন নি; তখন তো নিম্নমুখী ও বক্রপৃষ্ঠ (কুঁজো) হয়ে চলতে হতো।

টীকা-১৩৫. উন্নত মানের আহার্য্য বস্তু ও পানীয়।

টীকা-১৩৬. যে, তাঁর ধ্বংস অসম্ভব।

টীকা-১৩৭. শানে নুযূলঃ অযোগ্য কাফিরগণ মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতা বশতঃ তাদের মিথ্যা ধর্মের প্রতি হুযূর পুরনূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত দিয়েছিলো এবং তাঁর নিকট মূর্তিপূজা করার জন্য দরখাস্ত করেছিলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াতে করীমাহ্ অবতীর্ণ হয়।

مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۗ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٥﴾

করো নিরেট তাঁরই বান্দা হয়ে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক।

قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِيَ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّيْ ۫ وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. আপনি বলুন, 'আমাকে নিষেধ করা হয়েছে সেগুলোর পূজা করতে, যেগুলোর তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত পূজা করছো (১৩৭) যখন আমার নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ (১৩৮) আমার প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে। আর আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন রাব্বুল আলামীনের সম্মুখে আত্মসমর্পণ করি।'

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে (১৩৯) মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর (১৪০) পানির ফোঁটা থেকে (১৪১), অতঃপর রক্তপিণ্ড থেকে অতঃপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে। অতঃপর তোমাদেরকে স্থায়ী রাখেন যেন আপন যৌবনে উপনীত হও (১৪২), অতঃপর এ জন্য যে, বৃদ্ধ হও এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে পূর্বেই উঠিয়ে নেয়া হয় (১৪৩)। এবং এ জন্য যে, তোমরা একটা নির্দ্ধারিত সময় পর্যন্ত পৌঁছবে (১৪৪), আর এ জন্য যে, তোমরা অনুধাবন করতে পারবে (১৪৫)।

هُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ فَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٦٨﴾

৬৮. তিনিই হন, যিনি জীবিত রাখেন ও মৃত্যু ঘটান।

অতঃপর যখন কোন নির্দেশ দেন, তবে সেটার উদ্দেশ্যে এতটুকুই বলেন, 'হয়ে যা।' তখনই তা হয়ে যায় (১৪৬)।

রুকূ' - আট

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ ۗ اَنّٰى يُصْرَفُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯. আপনি কি দেখেন নি ঐসব লোককে, যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহের মধ্যে ঝগড়া করে (১৪৭)? কোথায় তাদেরকে ফেরানো হচ্ছে (১৪৮)।

الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَبِمَآ اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا ۟ۛ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০. ঐসব লোক, যারা অস্বীকার করেছে কিতাবকে (১৪৯) এবং যা আমি আপন রসূলগণের সাথে প্রেরণ করেছি (১৫০); তারা অনতিবিলম্বে জানতে পারবে (১৫১)।

اِذِ الْاَغْلٰلُ فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ ؕ يُسْحَبُوْنَ ﴿٧١﴾

৭১. যখন তাদের ঘাড়সমূহে বেড়ী থাকবে এবং শৃঙ্খলসমূহ (১৫২)−হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে;

টীকা-১৩৮. বোধশক্তি ও ওহীর; তাওহীদের উপর প্রমাণবহ

টীকা-১৩৯. অর্থাৎ তোমাদের মূল ও তোমাদের সর্বোচ্চ পিতৃপুরুষ হযরত আদম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকে

টীকা-১৪০. হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের পর তাঁর বংশধরকে

টীকা-১৪১. অর্থাৎ বীর্যের ফোঁটা (শুক্রবিন্দু) থেকে,

টীকা-১৪২. এবং তোমাদের শক্তি পরিপূর্ণ হয়,

টীকা-১৪৩. অর্থাৎ বার্ধক্য অথবা যৌবনে পৌঁছার পূর্বেই; এটা এ জন্যই করেছেন যেন তোমরা জীবন যাপন করো।

টীকা-১৪৪. জীবনের নির্দ্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত,

টীকা-১৪৫. তাওহীদের প্রমাণাদিকে; এবং ঈমান আনো।

টীকা-১৪৬. অর্থাৎ বস্তুসমূহের অস্তিত্ব তাঁরই ইচ্ছার অধীন। সুতরাং তিনি ইচ্ছা করেন আর বস্তুসমূহ অস্তিত্ব লাভ করে। এ'তে না কোন কষ্ট আছে, না কোন পরিশ্রম, না কোন উপকরণের প্রয়োজন আছে। এটা তাঁর পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতারই বিবরণ।

টীকা-১৪৭. অর্থাৎ ক্বোরআন পাকে?

টীকা-১৪৮. ঈমান ও সত্য ধর্ম থেকে।

টীকা-১৪৯. অর্থাৎ কাফিরগণ, যারা ক্বোরআন করীমকে অস্বীকার করেছে।

টীকা-১৫০. সেটা অস্বীকার করেছে; এবং তাঁর রসূলগণের সাথে যা কিছু প্রেরণ করা হয়েছে, তা দ্বারা হয়ত ঐসব কিতাব বুঝানো হয়েছে, যেগুলো পূর্ববর্তী রসূলগণ নিয়ে আসেন; অথবা ঐসব সত্য আক্বীদা, যেগুলো সমস্ত নবীই প্রচার করেছেন। যেমন− আল্লাহ্র 'তাওহীদ' (একত্ববাদ), মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হওয়া।

টীকা-১৫১. নিজেদের অস্বীকারের পরিণাম।

টীকা-১৫২. এবং ঐসব শৃংখল দ্বারা

টীকা-১৫৩. এবং ঐ আগুন বাইরের দিক থেকেও তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে এবং তাদের ভিতরেও পরিপূর্ণ থাকবে। (আল্লাহ্ তা'আলারই আশ্রয়!)

টীকা-১৫৪. অর্থাৎ ঐসব প্রতিমার কি হলো, যে গুলোর তোমরা উপাসনা করতে?

টীকা-১৫৫. কোথাও দৃষ্টিগোচরই হচ্ছে না;

টীকা-১৫৬. মূর্তিপূজার কথা অস্বীকার করে বসবে। অতঃপর মূর্তিগুলোকে উপস্থিত করা হবে। আর কাফিরদেরকে বলা হবে, "তোমরা ও তোমাদের এ উপাস্য– সবই জাহান্নামের ইন্ধন হও!"

فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ۝٧٢

৭২. ফুটন্ত পানির মধ্যে; অতঃপর আগুনে বিদগ্ধ করা হবে (১৫৩)।

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ۝٧٣

৭৩. অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, 'কোথায় গেছে সেগুলো, যেগুলোকে তোমরা শরীক বলতে (১৫৪)

مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ۝٧٤

৭৪. আল্লাহ্‌র মুকাবিলায়?' তারা বলবে, 'সে গুলোতো আমাদের নিকট থেকে হারিয়ে গেছে (১৫৫); বরং আমরা ইতোপূর্বে কিছুর পূজাই করতাম না (১৫৬)।' আল্লাহ্ এভাবেই পথভ্রষ্ট করেন কাফিরদেরকে।

ذَٰلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ۝٧٥

৭৫. এটা (১৫৭) এরই পরিণাম যে, তোমরা যমীনে মিথ্যার উপর খুশী হতে (১৫৮); এবং এরই পরিণাম যে, তোমরা দম্ভ করতে।

ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ۝٧٦

৭৬. যাও জাহান্নামের দ্বারসমূহে তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য! সুতরাং কতই মন্দ ঠিকানা অহংকারীদের (১৫৯)!

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۝٧٧

৭৭. সুতরাং আপনি ধৈর্যধারণ করুন! নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি (১৬০) সত্য। অতএব, যদি আমি আপনাকে দেখিয়ে দিই (১৬১) এমন কিছু বস্তু, যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে প্রদান করি (১৬২) অথবা আপনাকে পূর্বেই ওফাত দিই– উভয় অবস্থাতেই তাদেরকে আমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে (১৬৩)।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ۝٧٨

৭৮. এবং নিশ্চয় আমি আপনার পূর্বে কত সংখ্যক রসূল প্রেরণ করেছি, যাঁদের মধ্যে কারো কারো অবস্থাদি আপনার নিকট বর্ণনা করেছি (১৬৪) এবং কারো কারো অবস্থাদি বর্ণনা করিনি (১৬৫) এবং কোন রসূলের জন্য শোভা পায় না যে, কোন নিদর্শন নিয়ে আসবেন আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতিরিকে। অতঃপর যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশ আসবে (১৬৬) তখন সত্য মীমাংসাই করে দেয়া হবে (১৬৭) এবং মিথ্যাশ্রয়ীদের সেখানেই ক্ষতি।

তাফসীরকারকদের কেউ কেউ বলেন, 'জাহান্নামবাসীদের এ কথা বলা যে, 'আমরা ইতোপূর্বে কিছুর পূজাই করতাম না'; এর অর্থ হচ্ছে– 'এখন আমাদের নিকট প্রকাশ পেয়েছে যে, যেগুলোর আমরা পূজা করতাম সেগুলো এমন কিছু ছিলো না যে, কোন উপকার বা অপকার করতে পারে।'

টীকা-১৫৭. অর্থাৎ এ শাস্তি, যাতে তোমরা লিপ্ত।

টীকা-১৫৮. অর্থাৎ শির্ক, মূর্তিপূজা ও পুনরুত্থানকে অস্বীকার করার উপর;

টীকা-১৫৯. যারা অহঙ্কার করেছে এবং সত্যকে গ্রহণ করেনি।

টীকা-১৬০. কাফিরদেরকে শাস্তি প্রদানের

টীকা-১৬১. আপনার ওফাতের পূর্বে।

টীকা-১৬২. নানা ধরণের শাস্তি থেকে, যেমন– বদরের যুদ্ধে নিহত হওয়া। যেমন এটা ঘটেছে,

টীকা-১৬৩. এবং কঠিন শাস্তিতে লিপ্ত হওয়া।

টীকা-১৬৪. এ ক্বোরআনে সুস্পষ্টভাবে

টীকা-১৬৫. ক্বোরআন শরীফে বিস্তারিতভাবে ও সুস্পষ্টরূপে। (মিরক্বাত) আর ঐ সমস্ত নবী আলায়হিমুস সালামকে আল্লাহ্ তা'আলা নিদর্শন ও মু'জিযাসমূহ দান করেন। কিন্তু তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁদের সাথে ঝগড়া করেছে। তাঁদেরকে অস্বীকার করেছে। এর উপর ঐ সব হযরত ধৈর্য ধারণ করেছেন।

এ আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে– নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে শান্তনা দেয়া। তা এভাবে যে, যে ধরণের ঘটনাবলীর আপনি আপনার সম্প্রদায়ের দিক থেকে সম্মুখীন হচ্ছেন এবং যেমন সব নির্যাতন আপনার প্রতি হচ্ছে, পূর্ববর্তী নবীগণের সাথেও এই অবস্থাদি গত হয়েছে। তাঁরা সবাই ধৈর্য ধারণ করেছেন, আপনিও ধৈর্য ধরুন।

টীকা-১৬৬. কাফিরদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করার প্রসঙ্গে,

টীকা-১৬৭. রসূলগণ ও তাঁদেরকে অস্বীকারকারীদের মধ্যে

টীকা-১৬৮. যে, সেগুলোর দুধ ও লোম ইত্যাদি কাজে লাগিয়ে থাকো এবং সেগুলোর বংশধর দ্বারা উপকৃত হও।

টীকা-১৬৯. অর্থাৎ নিজেদের সফরসমূহে আপন ভারী সামগ্রী সেগুলোর পৃষ্ঠের উপর বোঝাই করে এক স্থান থেকে অপর স্থানে নিয়ে যাও।

রুকূ' - নয়

৭৯. আল্লাহ্ হন, যিনি তোমাদের জন্য চতুষ্পদ প্রাণীসমূহ সৃষ্টি করেন; যাতে কোন কোনটার উপর আরোহণ করো এবং কোন কোনটার মাংস আহার করো।

اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝٧٩

৮০. এবং তোমাদের জন্য সেগুলোর মধ্যে কতই উপকার রয়েছে (১৬৮) এবং এ জন্যই যেন তোমাদের সেগুলোর পৃষ্ঠের উপর আপন অন্তরের উদ্দেশ্যাবলীতে পৌঁছতে পারো (১৬৯) এবং সেগুলোর উপর (১৭০) ও নৌযানগুলোর উপর (১৭১) আরোহণ করো।

وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ۝٨٠

৮১. এবং তিনি তোমাদেরকে আপন নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন (১৭২)। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে (১৭৩)?

وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ ۖ فَاَيَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ ۝٨١

৮২. তারা কি যমীনে ভ্রমণ করেনি? তাহলে দেখতো তাদের পূর্ববর্তীদের কেমন পরিণতি হয়েছে। তারা তাদের চেয়ে অধিক ছিলো (১৭৪) এবং তাদের শক্তিও (১৭৫)। আর পৃথিবীতে নিদর্শনসমূহও তাদের চেয়ে বেশী (১৭৬)। সুতরাং তা তাদের কি কাজে আসলো, যা তারা উপার্জন করেছে (১৭৭)?

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَانُوْا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَاَشَدَّ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِي الْاَرْضِ فَمَا اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝٨٢

৮৩. সুতরাং যখন তাদের নিকট তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আসলেন, তখন তারা তা নিয়েই উল্লাসিত ছিলো, যা তাদের নিকট পার্থিব জ্ঞান ছিলো (১৭৮) আর তাদেরই উপর উল্টে পড়লো যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো (১৭৯)।

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝٨٣

৮৪. অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি দেখলো তখন বললো, 'আমরা এক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছি এবং যাকে তাঁর শরীক স্থির করতাম তাকে অস্বীকার করলাম (১৮০)।'

فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ ۝٨٤

৮৫. সুতরাং তাদের ঈমান তাদের কোন কাজে আসেনি যখন তারা আমার শাস্তি দেখে নিলো। আল্লাহ্‌র এ বিধান, যা তাঁর বান্দাদের মধ্যে চলে এসেছে (১৮১) এবং সেখানে কাফিরগণ ক্ষতির মধ্যেই রইলো (১৮২)। ★

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا ۗ سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ فِيْ عِبَادِهٖ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ ۝٨٥

টীকা-১৭০. স্থলের সফরসমূহে

টীকা-১৭১. সামুদ্রিক সফরসমূহে

টীকা-১৭২. যেগুলো তাঁর কুদরত ও একত্বের প্রমাণ বহন করে।

টীকা-১৭৩. অর্থাৎ ঐসব নিদর্শন এমনই প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট যে, সেগুলো অস্বীকার করার কোন পথই নেই।

টীকা-১৭৪. তাদের সংখ্যার আধিক্য ছিলো

টীকা-১৭৫. এবং শারীরিক শক্তিও তাদের অপেক্ষা অধিক ছিলো।

টীকা-১৭৬. অর্থাৎ তাদের মহল ও ইমারতসমূহ।

টীকা-১৭৭. অর্থ এ যে, যদি এসব লোক ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করতো, তবে তারা অবগত হতো যে, অস্বীকারকারী ও একগুঁয়েদের কি পরিণতি হয়েছে, তারা কি ভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আর তাদের সংখ্যাধিক্য, তাদের শক্তি ও তাদের সম্পদ কিছুই তাদের কাজে আসতে পারেনি।

টীকা-১৭৮. এবং তারা নবীগণের জ্ঞানের দিকে দৃষ্টিপাত করেনি। তা অর্জন করার ও তা দ্বারা উপকৃত হবার প্রতি মনোনিবেশ করেনি; বরং তাকে নগণ্য মনে করলো; তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলো। আর তাদের পার্থিব জ্ঞানকে, যা বাস্তবপক্ষে মূর্খতাই, পছন্দ করতে লাগলো।

টীকা-১৭৯. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি।

টীকা-১৮০. অর্থাৎ যেসব মূর্তিকে আল্লাহ্ ব্যতীত পূজতো, সেগুলোর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলো।

টীকা-১৮১. এ যে, শাস্তি অবতীর্ণ হবার সময় ঈমান আনা উপকারী হয়না। ঐ মুহূর্তের ঈমান গৃহীত হয়না। আর এটাও আল্লাহ্ তা'আলার বিধান যে, তিনি রসূলগণকে অস্বীকারকারীদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করেন।

টীকা-১৮২. অর্থাৎ তাদের পতন ও ক্ষতি ভালভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। ★

****

★ 'সূরা মু'মিন' সমাপ্ত।

টীকা-১. এ সূরার নাম 'সূরা ফুস্‌সিলাত'-ও, এবং সূরা 'সাজদা'ও, সূরা 'মাসাবীহ্'-ও। এ সূরাটি মক্কী। এতে ছয়টি রুকূ', চুয়ান্নটি আয়াত, সাতশ ছিয়ানব্বইটি পদ এবং তিন হাজার তিনশ পঞ্চাশটি বর্ণ আছে।

টীকা-২. বিধি-নিষেধ, উপমা, উপদেশ, পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির হুমকি ইত্যাদির বর্ণনা (দেয়া হয়েছে)।

টীকা-৩. আল্লাহ্ তা'আলার বন্ধুদেরকে সাওয়াবের

টীকা-৪. আল্লাহ্ তা'আলার শত্রুদেরকে শাস্তির।

টীকা-৫. মনোযোগ সহকারে গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে শ্রবণ করা।

টীকা-৬. মুশরিকগণ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে,

টীকা-৭. আমরা তা বুঝতেই পারিনা, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র একত্ব ও ঈমানকে;

টীকা-৮. "আমরা বধির। আপনার কথা আমরা শুনতে পাইনা।" এতে তাদের উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, আপনি আমাদের দিক থেকে ঈমান ও তাওহীদকে গ্রহণ করার আশাই করবেন না। আমরা কোন মতেই মান্যকারী নই। আর অমান্য করার ক্ষেত্রে আমরা ঐ ব্যক্তিরই পর্যায়ে, যে না বুঝতে পারে, না শুনতে পায়।

টীকা-৯. অর্থাৎ ধর্মীয় বিরোধিতা সুতরাং আমরা আপনার কথা মান্যকারী নই।

টীকা-১০. অর্থাৎ 'আপনি আপনার ধর্মের উপর থাকুন, আমরা আমাদের ধর্মের উপর অটল রয়েছি।' অথবা এ অর্থ যে, 'আপনি আমাদের ক্ষতি করার যথাসম্ভব চেষ্টা করুন! আমরাও আপনার বিরুদ্ধে যা সম্ভব হয় করবো।'

টীকা-১১. হে সর্বাধিক সম্মানিত সৃষ্টি, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! বিনয়ের সুরে ঐ সমস্ত লোককে উপদেশ দান ও পথ-প্রদর্শনের জন্য যে,

টীকা-১২. "প্রকাশ্যভাবে। অর্থাৎ আমাকে দেখাও যায়, আমার কথাও শুনা যায়। আমার ও তোমাদের মধ্যে প্রকাশ্যে কোন জাতিগত পার্থক্যও নেই। সুতরাং তোমাদের এ কথা বলা কিভাবে শুদ্ধ হতে পারে যে, 'আমার কথা না তোমাদের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে, না তোমরা শ্রবণ করতে পারো। আর আমার ও তোমাদের মধ্যে কোন অন্তরায় রয়েছে?' অবশ্য, আমার পরিবর্তে যদি অন্য কোন জাতি–জিন কিংবা ফিরিশ্‌তা আসতো, তবে তোমরা বলতে পারতে যে, 'সে না আমাদের নজরে আসছে, না তার কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি, না আমরা তার কথা বুঝতে পারছি। আমাদের ও তার মধ্যে তো জাতিগত পার্থক্যই মহা অন্তরায়।' কিন্তু এখানে তো এমন নয়। কেননা, আমি মানবীয় আকৃতিতে তাশরীফ আনয়ন করেছি। সুতরাং তোমাদেরকে আমার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। আর আমার কথা বুঝার ও তা থেকে উপকার গ্রহণ করার খুব প্রচেষ্টা চালানো উচিত। কেননা, আমার মর্যাদা বহু উর্ধ্বে। আর আমার বাণীও বহু উচ্চ পর্যায়ের। এ কারণে যে, আমি তাই বলি, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়।"

সূরা হা-মীম-সাজদাহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা হা-মীম-সাজদাহ্, মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৫৪ রুকূ'-৬

রুকূ' – এক

১. হা-মীম।

২. এটা অবতীর্ণ পরম দয়ালু, করুণাময়ের।

৩. এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে (২), আরবী ক্বোরআন বোধশক্তি সম্পন্নদের জন্য;

৪. সুসংবাদদাতা (৩) ও সতর্ককারী (৪)। অতঃপর তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সুতরাং তারা শুনেই না (৫)।

৫. এবং বললো (৬), 'আমাদের হৃদয় আবরণের মধ্যে– ঐ বাণী থেকে, যার প্রতি আপনি আমাদেরকে আহ্বান করছেন (৭); এবং আমাদের কানের মধ্যে বধিরতা রয়েছে (৮) এবং আমাদের ও আপনার মধ্যে অন্তরায় রয়েছে (৯)। সুতরাং আপনি আপনার কাজ করুন, আমরা আমাদের কাজ করছি (১০)।'

৬. আপনি বলুন (১১), 'মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে তো আমি তোমাদেরই মত (১২)। আমার প্রতি ওহী আসে যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র

حٰمٓ ۚ ①

تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ②

كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۙ ③

بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ④

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ⑤

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের, বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে, اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (আমি তোমাদের মতো বশর) বলাটা পথপ্রদর্শন ও উপদেশ দানের হিকমত অবলম্বনের জন্য এবং বিনয় প্রকাশার্থেই। বস্তুতঃ বিনয় সূত্রে যেই উক্তি করা হয়, তা বিনয়কারীর

ইচ্ছ মর্যাদারই প্রমাণ বহন করে। ছোটদের পক্ষে ঐসব উক্তি তাঁর শানে বলা অথবা তাঁর সমমর্যাদা তালাশ করা শালীনতা বর্জন ও বেয়াদবীরই শামিল হয়। সুতরাং কোন উম্মতের জন্য এটা বৈধ হবে না যে, সে হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের সদৃশ বা সমান হবার দাবী করবে। এ কথার প্রতিও সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত যে, হুযূরের 'বাশারিয়াত' (মানব হওয়া)ও সবচেয়ে উর্ধ্বে। আমাদের বাশারিয়াতের সাথে সেটার কোন সম্বন্ধই নেই।

টীকা-১৩. তাঁর প্রতি ঈমান আনো, তাঁরই আনুগত্য অবলম্বন করো। তাঁর পথ থেকে ফিরে যেওনা।

টীকা-১৪. স্বীয় ভ্রান্ত আক্বীদা ও অপকর্মের জন্য।

টীকা-১৫. এটা যাকাতে বাধা প্রদান থেকে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এরশাদ হয়েছে, যাতে প্রতীয়মান হয় যে, যাকাত প্রদানে নিষেধ করা এমনই মন্দ যে, ক্বোরআন করীমে তা মুশরিকদেরই মন্দ গুণাবলীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর কারণ এ যে, মানুষের নিকট সম্পদ খুবই প্রিয় হয়। সুতরাং সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে ফেলা তার অটলতা, স্থিরতা, সততা ও নিয়তের নিষ্ঠারই শক্তিশালী প্রমাণ। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেন যে, 'যাকাত' মানে হচ্ছে- 'তাওহীদ'-এ নিশ্চিত বিশ্বাসী হওয়া এবং 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলা। এতদ্ভিত্তিতে, অর্থ এ হবে যে, 'যে কেউ আল্লাহ্‌র একত্বের স্বীকারোক্তি দিয়ে নিজেকে শির্ক থেকে বিরত রাখে না।' আর হযরত ক্বাতাদাহ্ সেটার অর্থ এ গ্রহণ করেছেন যে, 'যেসব লোক যাকাতকে ওয়াজিব বা অপরিহার্য জানেনা।' এতদ্ব্যতীত, আরো কতিপয় অভিমত রয়েছে।

উপাস্যই। সুতরাং তাঁর সম্মুখে সোজা থাকো (১৩)! এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো (১৪)। এবং দুর্ভোগ রয়েছে শির্ককারীদের জন্য;

فَاسْتَقِيمُوٓا۟ إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾

৭. ঐসব লোক, যারা যাকাত প্রদান করেনা (১৫) এবং তারা আখিরাতকে অস্বীকারকারী (১৬)।

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَوٰةَ وَهُم بِالْءَاخِرَةِ هُمْ كَـٰفِرُونَ ﴿٧﴾

৮. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য অশেষ সাওয়াব রয়েছে (১৭)।

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ الصَّـٰلِحَـٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٨﴾

রুকূ' - দুই

৯. আপনি বলুন, 'তোমরা কি তাঁকেই অস্বীকার করছো, যিনি দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন (১৮) এবং তাঁর সমকক্ষ স্থির করছো (১৯)? তিনিই হন সমগ্র জাহানের প্রতিপালক (২০)।'

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ الْأَرْضَ فِى يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُۥٓ أَندَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَـٰلَمِينَ ﴿٩﴾

১০. এবং তাতে (২১) সেটার উপর থেকে নোঙ্গর স্থাপন করেছেন (২২) এবং তাতে বরকত রেখেছেন (২৩)। এবং তাতে সেটার বসবাসকারীদের জীবিকাসমূহ নির্দ্ধারণ করেছি- এ সব মিলিয়ে চারদিনের মধ্যে (২৪) সঠিক জবাব জিজ্ঞাসাকারীদের জন্য। ★★

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِىَ مِن فَوْقِهَا وَبَـٰرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَٰتَهَا فِىٓ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِينَ ﴿١٠﴾

টীকা-১৬. যে, মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবার ও প্রতিফল পাওয়ার বিষয়কে স্বীকার করেনা।

টীকা-১৭. যা বন্ধ হবেনা, এ কথাও বলা হয়েছে যে, এ আয়াত রুগ্ন, পঙ্গু ও বৃদ্ধদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা কর্ম ও ইবাদত-বন্দেগী করার উপযোগী থাকেনি। তারাও ঐ প্রতিদান পাবে, যেই কর্ম সুস্থাবস্থায় করতো। বোখারী শরীফের হাদীসে আছে, "যখন বান্দা কোন কর্ম করে এবং কোন রোগ অথবা সফরের কারণে ঐ কর্ম সম্পাদনকারী ঐ কর্ম করতে অক্ষম হয়ে যায়, তবে সুস্থ ও মুক্বীম থাকাবস্থায় যা করতো অনুরূপই তার জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়।

টীকা-১৮. তাঁর এমনই পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। আর ইচ্ছা করলে মাত্র এক মুহূর্তের কম সময়েও সৃষ্টি করতেন।

টীকা-১৯. অর্থাৎ শরীক?

টীকা-২০. এবং তিনিই ইবাদতের উপযোগী, তিনি ব্যতীত অন্য কেউই ইবাদতের উপযোগী নয়। সবই তাঁর মালিকানাধীন ও সৃষ্ট। এরপর আবারও তাঁর মহা ক্ষমতার বিবরণ দেয়া হচ্ছে-

টীকা-২১. অর্থাৎ যমীনের মধ্যে

টীকা-২২. পর্বতসমূহের

টীকা-২৩. সমুদ্র, নহর, বৃক্ষ ও ফলমূল এবং বিভিন্ন ধরণের জীবজন্তু ইত্যাদি সৃষ্টি করে।

টীকা-২৪. অর্থাৎ দু'দিন পৃথিবী সৃষ্টির এবং দু'দিনের মধ্যে এসব। ★

★ অর্থাৎঃ দু'দিন যমীন সৃষ্টির হলো আর দু'দিন হলো জীবিকা সৃষ্টির- মোট চার দিন হলো। সেই চার দিন হচ্ছে- রবি, সোম, মঙ্গল ও বুধ (রুহুল বয়ান)

এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, 'রিয্ক্ব' (জীবিকা) 'মারযূক্ব' (রিয্ক্বের ভোক্তা)-দের পূর্বেই সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং রিয্ক্বের জন্য মানুষের বেশী চিন্তার কারণ কি?

রূহ দেহের চার হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি হয়েছে আর 'রিয্ক' (জীবিকা) রূহের চার হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। (রূহুল বয়ান, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা)

★★ অর্থাৎ লোকেরা যদি জিজ্ঞাসা করে, তবে এ জবাব দিন, যাতে আপনার নবূয়ত প্রমাণিত হয়।

টীকা-২৫. অর্থাৎ ঊর্ধ্বগামী বাষ্প।

টীকা-২৬. এসব মিলে ছয় দিন হলো। তন্মধ্যে সর্বশেষ দিন হচ্ছে- 'জুমু'আহ্' (শুক্রবার)।

টীকা-২৭. সেখানে বসবাসকারীদেরকে আনুগত্য, ইবাদত-বন্দেগী, বিধি ও নিষেধের

টীকা-২৮. যা যমীনের নিকটবর্তী

টীকা-২৯. অর্থাৎ উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি দ্বারা

টীকা-৩০. চোর শয়তানদের থেকে।

টীকা-৩১. অর্থাৎ যদি এ মুশরিকগণ এ বর্ণনার পরও ঈমান আনা থেকে বিরত থাকে,

টীকা-৩২. ধ্বংসকারী শাস্তি থেকে, যেমন তাদের উপর এসেছিলো।

টীকা-৩৩. অর্থাৎ 'আদ' ও 'সামূদ' (সম্প্রদায়)-এর রসূল চতুর্দিক থেকে আগমন করতেন এবং তাদেরকে সৎপথে আনার প্রতিটি কলা-কৌশল প্রয়োগ করতেন। আর তাদেরকে সর্বপ্রকার উপদেশ দিতেন।

টীকা-৩৪. তাঁদের সম্প্রদায়ের কাফিরগণ তাঁদের জবাবে যে,

টীকা-৩৫. তোমাদের পরিবর্তে; আপনি তো আমাদের মতো মানুষই।

টীকা-৩৬. তাদের এই সম্বোধন হযরত হূদ ও হযরত সালিহ্ এবং সমস্ত নবীর প্রতিই ছিলো, যাঁরা ঈমানের দা'ওয়াত দিয়েছিলেন। ইমাম বাগাভী সা'লাভীর সূত্রে হযরত জাবির থেকে বর্ণনা করেন যে, ক্বোরাঈশ দলীয়রা, যাদের মধ্যে আবূ জাহ্ল প্রমূখ সরদারগণও ছিলো, এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলো যে, এমন কোন ব্যক্তি, যে কবিতা, যাদু, জ্যোতির্বিদ্যায় দক্ষ হয়, তাকে হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে কথাবার্তা বলার জন্য প্রেরণ করা হোক। সুতরাং ওত্বাহ্ ইবনে রাবী'আহ্ মনোনীত হলো।

ওত্বা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে বললো, "আপনি উত্তম না হাশিম? আপনি উত্তম না আবদুল মুত্তালিব? আপনি উত্তম, না আবদুল্লাহ্? আপনি কেন আমাদের উপাস্যগুলোকে মন্দ বলছেন? কেন আমাদের পিতৃপুরুষগণকে পথভ্রষ্ট বলছেন? বাদশাহীর আগ্রহ থাকলে আমরা আপনাকে বাদশাহ্ মেনে নেবো। আপনার ঝাণ্ডা উড়াবো। মেয়েদের প্রতি আগ্রহ থাকলে ক্বোরাঈশের যে কোন কন্যাই আপনি পছন্দ করেন, দশটা কন্যা আপনার আক্দ-এ দিয়ে দেবো। আর ধন-সম্পদের প্রতি আগ্রহ থাকলে আমরা আপনাকে এত অধিক সম্পদ সংগ্রহ করে দেবো, যাতে আপনার বংশধরগণ পর্যন্ত ভোগ করে আরো অবশিষ্ট থেকে যায়।"

বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এসব কথাবার্তা নীরবে শ্রবণ করতে থাকেন। যখন ওতবাহ্ তার বক্তব্য শেষ করে ক্ষান্ত হলো, তখন হুযূর আন্ওয়ার আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম এ 'সূরা হা-মীম সাজদাহ্' পাঠ করলেন। যখন তিনি আয়াত- فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন ওত্বা তাড়াতাড়ি আপন হাত হুযূর (দঃ)-এর বরকতময় মুখের উপর রেখে দিলো। আর হুযূরকে বংশ ও আত্মীয়তার দোহাই দিলো আর ভীত হয়ে আপন ঘরের দিকে পালিয়ে গেলো। যখন ক্বোরাঈশরা তার ঘরে পৌঁছলো, তখন সে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে বললো, "আল্লাহর শপথ! মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যা বলেন, তা না কবিতা, না যাদুমন্ত্র, না জ্যোতির্বিদ্যার বাক্যাবলী। আমি

১১. অতঃপর আস্মানের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং তা ধোঁয়া ছিলো (২৫)। অতঃপর তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, 'উভয়ে হাযির হও স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়।' উভয়ে 'আরয করলো, 'আমরা সাগ্রহে হাযির হলাম।'

ثُمَّ اسْتَوٰىٓ اِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ؕ قَالَتَآ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ ﴿۱۱﴾

১২. অতঃপর সেগুলোকে পূর্ণ সপ্ত আস্মান করে দিলেন দু'দিনের মধ্যে (২৬) এবং প্রত্যেক আস্মানের মধ্যে তারই কর্তব্য কর্মের বিধানাবলী প্রেরণ করেন (২৭) এবং আমি নিম্নতম আসমানকে (২৮) প্রদীপসমূহ দ্বারা সুসজ্জিত করেছি (২৯) এবং সংরক্ষণের নিমিত্ত (৩০)। এটা হচ্ছে ঐ সম্মানিত, সর্বজ্ঞাতারই স্থিরীকৃত।

فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ؕ وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ۖ وَحِفْظًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿۱۲﴾

১৩. অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (৩১), তবে আপনি বলুন, 'আমি তোমাদেরকে সতর্ক করছি এক বজ্রপাত সম্পর্কে যেমন বজ্রপাত 'আদ ও সামূদের উপর এসেছিলো (৩২)।'

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ ﴿۱۳﴾

১৪. যখন রসূলগণ তাদের নিকট সামনের দিক থেকে এবং পেছনের দিক থেকে এসেছিলেন (৩৩), 'যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করো না।' তখন তারা বললো (৩৪), 'আমাদের প্রতিপালক ইচ্ছা করলে ফিরিশ্তাদেরকে অবতীর্ণ করতেন (৩৫)। সুতরাং যা কিছু নিয়ে তোমরা প্রেরিত হয়েছো তা আমরা মানিনা (৩৬)।'

اِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ قَالُوْا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿۱۴﴾

১৫. অতঃপর ঐ সব লোক যারা আদ সম্প্রদায়ের ছিলো, তারা ভূ-পৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে অহংকার করলো (৩৭) এবং বললো, 'আমাদের চেয়ে কার শক্তি বেশী?' এবং তারা কি জানতে পারেনি যে, আল্লাহ্, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী? আর আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতো।

১৬. অতঃপর আমি তাদের উপর এক প্রচণ্ড শীতল বায়ু প্রেরণ করেছি কঠোর গর্জনের (৩৮) তাদের অশুভ দিনগুলার মধ্যে, যেন আমি তাদেরকে লাঞ্ছনার শাস্তি আস্বাদন করাই পার্থিব জীবনে। এবং নিশ্চয় আখিরাতের শাস্তিতে রয়েছে সর্বাপেক্ষা বড় লাঞ্ছনা; এবং তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

১৭. এবং বাকী রইলো সামূদ। তাদেরকে আমি পথ প্রদর্শন করেছি (৩৯); সুতরাং তারা আলো দেখার পরিবর্তে অন্ধত্বকেই গ্রহণ করেছে (৪০)। অতঃপর তাদেরকে লাঞ্ছনার শাস্তির বজ্রনাদ পেয়ে বসেছে (৪১); শাস্তি তাদের কৃতকর্মের (৪২)।

১৮. এবং আমি (৪৩) তাদেরকেই উদ্ধার করেছি, যারা ঈমান এনেছে (৪৪) এবং ভয় করতো (৪৫)।

রুকূ' - তিন

১৯. এবং যেদিন আল্লাহ্র শত্রুদেরকে (৪৬) আগুনের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে; তখন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে রুখে দেয়া হবে, শেষ পর্যন্ত পরবর্তীগণ এসে মিলিত হবে (৪৭);

২০. পরিশেষে, যখন সেখানে পৌঁছবে তখন তাদের কান, তাদের চোখ এবং তাদের চামড়াগুলো– সবই তাদের বিরুদ্ধে তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে (৪৮)।

২১. এবং তারা তাদের চামড়াগুলোকে বলবে, 'তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কেন সাক্ষ্য দিয়েছো?' সেগুলো বলবে, 'আমাদেরকে আল্লাহ্ বাক-শক্তি দিয়েছেন, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে বাকশক্তি দান করেছেন। এবং তিনি তোমাদেরকে প্রথমবারেই সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই দিকে তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

২২. এবং তোমরা (৪৯) এর থেকে কোথায় আত্মগোপন করে যাচ্ছিলে যে, তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তোমাদের কান, তোমাদের চোখ এবং তোমাদের চামড়াগুলো (৫০)?

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٦﴾

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾

وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾

وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ

ঐসব বস্তু সম্পর্কে ভালভাবে অবগত। আমি তাঁর বাণী শুনেছি। যখন তিনি আয়াত فَإِنْ أَعْرَضُوا পাঠ করলেন, তখন আমি তাঁর মুখের উপর হাত রেখে দিয়েছি আর তাঁকে শপথ সহকারে দোহাই দিয়েছি যেন ক্ষান্ত হন। আর তোমরা তো অবশ্যই জানো যে, তিনি যা কিছু বলেন, তাই ঘটে যায়। তাঁর কথা কখনো মিথ্যা হয়না। আমি আশঙ্কা করেছিলাম তোমাদের উপরও শাস্তি অবতীর্ণ হয়ে যাচ্ছে কিনা।'

টীকা-৩৭. 'আদ সম্প্রদায়ের লোকেরা বড়ই শক্তিশালী ও জোরদার ছিলো। যখন হযরত হূদ আলায়হিস্ সালাম তাদেরকে শাস্তির ভয় দেখালেন, তখন তারা বললো, "আমরা আমাদের শক্তি দ্বারা শাস্তিকে প্রতিহত করতে পারি।"

টীকা-৩৮. অতীব শীতল, বৃষ্টিপাত ছাড়াই

টীকা-৩৯. এবং সৎকর্ম ও অসৎকর্মের পন্থাসমূহ তাদের নিকট প্রকাশ করেছি;

টীকা-৪০. এবং ঈমানের পরিবর্তে কুফর অবলম্বন করেছে;

টীকা-৪১. এবং ভয়ানক শব্দের শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে;

টীকা-৪২. অর্থাৎ তাদের শির্ক, পয়গাম্বরকে অস্বীকার ও পাপাচারের;

টীকা-৪৩. বিকট শব্দের এই লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি থেকে

টীকা-৪৪. হযরত সালিহ্ আলায়হিস্ সালামের উপর

টীকা-৪৫. শির্ক ও অপবিত্র কার্যাদিকে।

টীকা-৪৬. অর্থাৎ কাফিরগণ অগ্র ও পশ্চাতের

টীকা-৪৭. অতঃপর সবাইকে দোযখে হাঁকিয়ে নিয়ে নিক্ষেপ করা হবে;

টীকা-৪৮. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো আল্লাহ্র নির্দেশে বলে উঠবে আর যে যে কর্ম করেছে সবই বলে দেবে।

টীকা-৪৯. পাপ করার সময়

টীকা-৫০. তোমাদের তো সেটার ধারণাও ছিলো; বরং তোমরা তো পুনরুত্থান ও প্রতিদানের কথা প্রথম থেকেই অস্বীকার করতে।

টীকা-৫১. যা তোমরা গোপনে করে থাকো। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেন, কাফিরগণ এ বলতো যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রকাশ্য কথাবার্তা সম্পর্কে জানেন আর যা আমাদের অন্তরসমূহে রয়েছে তা জানেন না। (আল্লাহ্‌রই আশ্রয়!)

وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

কিন্তু তোমরা তো এ ধারণা করে বসেছিলে যে, আল্লাহ্ তোমাদের অনেক কর্ম সম্পর্কে জানেন না (৫১)!

وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾

২৩. 'এবং এটা হচ্ছে তোমাদের ঐ ধারণা, যা তোমরা আপন প্রতিপালক সম্বন্ধে করেছো এবং সেটাই তোমাদেরকে ধ্বংস করে ফেলেছে (৫২)। সুতরাং এখন রয়ে গেছো ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে।'

فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿٢٤﴾

২৪. অতঃপর যদি তারা ধৈর্য ধারণ করে (৫৩) তবুও আগুনই তাদের ঠিকানা (৫৪)। আর যদি তারা মানাতেও চায়, তবুও কেউ তাদের মানানো মানবে না (৫৫)।

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿٢٥﴾

২৫. এবং আমি তাদের জন্য কিছু সহচর নিয়োজিত করেছি (৫৬)। তারা তাদের জন্য সুশোভিত করে দিয়েছে যা তাদের সামনে আছে (৫৭) ও যা তাদের পেছনে রয়েছে (৫৮)। এবং তাদের উপর বাণী পূর্ণ হয়েছে (৫৯) ঐসব দলের সাথে, যারা তাদের পূর্বে গত হয়েছে— জিন্ ও মানুষের। নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত ছিলো।

রুকূ' – চার

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿٢٦﴾

২৬. কাফিরগণ বললো (৬০), 'এ ক্বোরআন শ্রবণ করোনা! এবং তাতে অনর্থক শোরগোল করো (৬১), হয়ত এভাবেই তোমরা জয়ী হতে পারো (৬২)।'

فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾

২৭. সুতরাং নিশ্চয় নিশ্চয় আমি কাফিরদেরকে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো এবং নিশ্চয় আমি তাদের মন্দ থেকে মন্দতর কাজের প্রতিফল তাদেরকে দেবো (৬৩)।

ذَٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٢٨﴾

২৮. এই হচ্ছে আল্লাহ্‌র শত্রুদের প্রতিফল, আগুন। তাতে তাদেরকে স্থায়ীভাবে থাকতে হবে। শাস্তিস্বরূপ এরই যে, তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতো।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا

২৯. এবং কাফিরগণ বললো (৬৪), 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দেখাও ঐ দু'টিকে— জিন্ ও মানব, যারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে (৬৫), যাতে আমরা তাদেরকে

টীকা-৫২. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেন, "অর্থ এ যে, তোমাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে।"

টীকা-৫৩. শাস্তির উপর

টীকা-৫৪. এ ধৈর্যও উপকারী নয়।

টীকা-৫৫. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না– যতই কাকুতি-মিনতি করুক না কেন, কোন মতেই শাস্তি থেকে রেহাই নেই।

টীকা-৫৬. শয়তানদের মধ্য থেকে।

টীকা-৫৭. অর্থাৎ দুনিয়ার বাহ্যিক সাজসজ্জা ও মনের কু-প্রবৃত্তিসমূহের অনুসরণ

টীকা-৫৮. অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়। এই কুপ্ররোচনা দিয়ে যে, না মৃত্যুর পর উত্থান আছে, না হিসাব-নিকাশ, না শাস্তি। শুধু শান্তি আর শান্তি।

টীকা-৫৯. শাস্তির

টীকা-৬০. অর্থাৎ ক্বোরাঈশ বংশীয় কাফিরগণ,

টীকা-৬১. এবং হট্টগোল করো। কাফিরগণ একে অপরকে বলছিলো, "যখন মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ক্বোরআন শরীফ পাঠ করেন, তখন তোমরা সজোরে শোরগোল করতে থাকো, খুব চিৎকার করো। উঁচু উঁচু আওয়াজ করে চিৎকার করতে থাকো। অর্থহীন শব্দসমূহ উচ্চারণ করে শোরগোল সৃষ্টি করো। তালি দাও, শীস্ মারতে থাকো যাতে কেউ ক্বোরআন শুনতে না পায়, আর রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দুঃখিত হন।"

টীকা-৬২. আর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ক্বোরআন পাঠ মওকূফ করে দেন।

টীকা-৬৩. অর্থাৎ কুফরের প্রতিফল কঠিন শাস্তি।

টীকা-৬৪. জাহান্নামে,

টীকা-৬৫. অর্থাৎ আমাদের ঐ দু'শয়তানকে দেখান– জিন্ জাতিরও, ইন্‌সান জাতিরও। শয়তান দু'প্রকারের হয়ে থাকে– এক প্রকার জিন্ জাতি

থেকে, অপরটা মানব জাতি থেকে। যেমন ক্বোরআন পাকে এরশাদ হয়েছে– شَيٰطِيْنُ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ ; জাহান্নামে কাফিরগণ এই উভয় প্রকারের শয়তানকেই দেখার আগ্রহ প্রকাশ করবে।

টীকা-৬৬. আগুনের মধ্যে,

টীকা-৬৭. সর্বনিম্ন স্তরে; আমাদের চেয়ে কঠিনতর শাস্তিতে।

টীকা-৬৮. হযরত সিদ্দীক্বে আকবর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে জিজ্ঞাসা করা হলো– " استقامت (স্থির থাকা) কি?" তিনি বললেন, "তা হচ্ছে এ যে, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করবে না।" হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলেন, "ইস্তিক্বামত' হচ্ছে এ যে, বিধি ও নিষেধ পালনে অবিচলিত থাকবে।" হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলেন, "ইস্তিক্বামাত হচ্ছে– কর্মসমূহে 'ইখ্লাস' বা নিষ্ঠা অবলম্বন করা।" হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলেন, "ইস্তিক্বামাত হচ্ছে– ফরযসমূহ পালন করা।" 'ইস্তিক্বামা'ত'-এর অর্থ এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, 'আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ পালন করবে এবং পাপাচার থেকে বিরত থাকবে।'

টীকা-৬৯. মৃত্যুর সময়, অথবা তারা যখন কবরগুলো থেকে উঠবে। এটাও কথিত আছে যে, মু'মিনকে তিনবার সুসংবাদ শুনানো হয়ঃ **এক)** মৃত্যুর সময়, **দুই)** কবরে এবং **তিন)** কবরগুলো থেকে উঠার সময়।

تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿٢٩﴾

আমাদের পদতলে নিক্ষেপ করি (৬৬), যেন তারা প্রত্যেক নিম্নবর্তীরও নীচে থাকে (৬৭)।

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা বলেছে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্' অতঃপর সেটার উপর স্থির রয়েছে (৬৮), তাদের উপর ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হয় (৬৯)! 'যে, না ভীত হও (৭০) এবং না দুঃখ করো (৭১) এবং আনন্দিত হও এ জান্নাতের উপর যার সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হতো' (৭২)।

نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ﴿٣١﴾

৩১. আমরা তোমাদের বন্ধু পার্থিব জীবনে (৭৩) ও আখিরাতে (৭৪) এবং তোমাদের জন্য রয়েছে তাতে (৭৫) যা তোমাদের মন চায়। আর তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে যা তোমরা চাও।

نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ﴿٣٢﴾

৩২. আপ্যায়ন– ক্ষমাশীল, পরম দয়ালুর পক্ষ থেকে।

রুকূ' – পাঁচ

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا

৩৩. এবং তার চেয়ে কার কথা অধিক উত্তম, যে আল্লাহ্র প্রতি আহ্বান করে (৭৬) এবং সৎকর্ম করে (৭৭);

টীকা-৭০. মৃত্যু থেকে এবং আখিরাতে যেসব অবস্থার সম্মুখীন হবে সেগুলো থেকে

টীকা-৭১. পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অথবা পাপসমূহের জন্য

টীকা-৭২. এবং ফিরিশ্তাগণ বলবেন,

টীকা-৭৩. তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতাম!

টীকা-৭৪. তোমাদের সাথে থাকবো এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা জান্নাতে প্রবেশ না করো ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের নিকট থেকে পৃথক হবো না।

টীকা-৭৫. অর্থাৎ জান্নাতে ঐ সম্মান, নি'মাত ও আনন্দ উপভোগ,

টীকা-৭৬. তাঁর একত্ববাদ ও ইবাদতের প্রতি। কথিত আছে যে, ঐ আহ্বানকারী মানে 'হুযূর নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।' এটাও বর্ণিত আছে যে, এর অর্থ ঐ মুমিন, যিনি নবী আলায়হিস্ সালামের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে এবং অপরকেও সৎকর্মের দিকে আহ্বান করেছে।

টীকা-৭৭. শানে নুযূলঃ হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা বলেন, আমার মতে, এ আয়াত মুআয্যিনদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। অপর এক অভিমত এটাও আছে যে, যে কোন ব্যক্তি যে কোন পন্থায় হোক না কেন, আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আহ্বান করে, সেও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আল্লাহ্র প্রতি দাওয়াত দেয়ার কয়েকটা স্তর আছেঃ

এক) নবীগণ আলায়হিমুস্ সালামের দাওয়াত– মু'জিযাসমূহ, অকাট্য প্রমাণাদি, দলীলাদি ও তরবারি সহকারে। এ মর্যাদাটা নবীগণের সাথে খাস্।

দুই) আলিমগণের দাওয়াত– শুধু অকাট্য প্রমাণাদি ও দলীলাদি সহকারে। বস্তুতঃ ওলামাও কয়েক প্রকারের আছে। এক প্রকারের আলিম হচ্ছেন– 'আলিম বিল্লাহ্' বা আল্লাহ্র পবিত্র সত্তা সম্পর্কে অবহিত, দ্বিতীয় প্রকারের আলিম হচ্ছেন 'আলিম বি-সিফাতিল্লাহ্'; অর্থাৎ আল্লাহ্র গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞানী। তৃতীয় প্রকারের আলিম হচ্ছেন– 'আলিম বিআহ্কামিল্লাহ্' বা আল্লাহ্র বিধানাবলী সম্পর্কে অবহিত।

তিন) 'মুজাহেদীন'-এরদাওয়াত। এটা কাফিরদেরকেই, তরবারি সহকারে দেয়া হয়ে থাকে– যতক্ষণ না তারা ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং আনুগত্য মেনে নেয়।

চার) চতুর্থ স্তর দাওরাতের– মুআয্যিনদেরই দাওয়াত, নামাযের জন্য।

সৎকর্ম আবার দু'প্রকারঃ এক) যা অন্তর থেকে সম্পন্ন হয়। তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র মা'রিফাত এবং **দুই)** যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ থেকে সম্পন্ন হয়। সেগুলো হচ্ছে সমস্ত আনুগত্যই।

টীকা-৭৮. এবং এটা যেন নিছক মুখের বাক্য না হয়, বরং দ্বীন-ইস্‌লামের প্রতি অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে বলে। এটাই হচ্ছে– সত্য বলা।

টীকা-৭৯. উদাহরণ স্বরূপ, রাগকে ধৈর্য দ্বারা, অজ্ঞতাকে সহনশীলতা দ্বারা এবং অসদাচরণকে ক্ষমা দ্বারা। যেমন, যদি কেউ তোমার সাথে মন্দ আচরণ করে তবে তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও।

وَّقَالَ اِنَّنِیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ﴿۳۳﴾

আর বলে, 'আমি মুসলমান (৭৮)।'

وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّیِّئَةُ ؕ اِدْفَعْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِیْ بَیْنَكَ وَبَیْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِیٌّ حَمِیْمٌ ﴿۳۴﴾

৩৪. এবং ভাল ও মন্দ সমান হয়ে যাবেনা। হে শ্রোতা! মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিহত করো (৭৯)! তখনই ঐ ব্যক্তি যে, তোমার মধ্যে ও তার মধ্যে শত্রুতা ছিলো, এমন হয়ে যাবে যেমন অন্তরঙ্গ বন্ধু (৮০)।

وَمَا یُلَقّٰىهَاۤ اِلَّا الَّذِیْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا یُلَقّٰىهَاۤ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِیْمٍ ﴿۳۵﴾

৩৫. এবং এ সম্পদ (৮১) পায় না, কিন্তু ধৈর্যশীলগণ এবং তা পায়না, কিন্তু মহা সৌভাগ্যবান ব্যক্তি।

وَاِمَّا یَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ﴿۳۶﴾

৩৬. এবং যদি তোমাকে শয়তানের কোন কুমন্ত্রণা স্পর্শ করে (৮২) তখন আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করো (৮৩)! নিশ্চয় তিনিই শুনেন, জানেন।

وَمِنْ اٰیٰتِهِ الَّیْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ؕ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِیَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿۳۷﴾

৩৭. এবং তাঁরই নিদর্শনসমূহের মধ্যে থেকে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র (৮৪)। সাজ্‌দা করো না সূর্যকে এবং না চন্দ্রকে (৮৫)। এবং আল্লাহকেই সাজ্‌দা করো, যিনি সেগুলো সৃষ্টি করেছেন (৮৬); যদি তোমরা তাঁর বান্দা হও।

فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِیْنَ عِنْدَ رَبِّكَ یُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا یَسْـَٔمُوْنَ ﴿۳۸﴾

৩৮. সুতরাং যদি এরা অহংকার করে (৮৭) তবে তারাই, যারা আপনার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে (৮৮), রাতদিন তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করছে এবং তারা ক্লান্তি বোধ করেনা।

وَمِنْ اٰیٰتِهٖۤ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَیْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ؕ اِنَّ الَّذِیْۤ اَحْیَاهَا لَمُحْیِ الْمَوْتٰى ؕ اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۳۹﴾

৩৯. এবং তাঁর নিদর্শনসমূহের অন্যতম এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও মূল্যহীনভাবে পড়ে আছে (৮৯)। অতঃপর যখন আমি সেটার উপর বারি বর্ষণ করলাম (৯০) তখন তা তরুতাজা হয়ে গেলো এবং বাড়তে লাগলো। নিশ্চয় যিনি সেটা জীবিত করেন, নিশ্চয় তিনিই মৃতকে জীবিত করবেন। নিশ্চয় তিনি সব কিছু করতে পারেন।

টীকা-৮০. অর্থাৎ ঐ সৎ স্বভাবের সুফল এ হবে যে, শত্রু বন্ধুর মতো হয়ে ভালবাসতে থাকবে।

শানে নুযূলঃ বর্ণিত হয় যে, এ আয়াত আবূ সুফিয়ানের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। যে (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) তাঁর সাথে জঘন্য শত্রুতা পোষণ করা সত্ত্বেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে সদয় ব্যবহার করেন। তাঁর সাহেবজাদীকে স্বীয় পবিত্র স্ত্রীত্বের মর্যাদা দান করেছেন। তার এ সুফল হলো যে, তিনি (হযরত আবূ সুফিয়ান) অকৃত্রিম ভালবাসাসম্পন্ন ও প্রাণ বিসর্জনদাতা হয়ে যান।

টীকা-৮১. অর্থাৎ মন্দসমূহকে ভাল দ্বারা প্রতিহত করার স্বভাব

টীকা-৮২. অর্থাৎ শয়তান তোমাকে মন্দ কর্মের প্রতি প্ররোচিত করে এবং এ সৎ স্বভাবএবংএতদ্ব্যতীত অন্যান্য সৎকার্যাদি থেকে ফিরিয়ে দেয়।

টীকা-৮৩. তার ক্ষতি থেকে এবং আপন সৎকর্মসমূহের উপর অবিচল থাকো। শয়তানের পথ অবলম্বন করোনা; তবেই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সাহায্য করবেন।

টীকা-৮৪. যেগুলো তাঁর কুদ্‌রত, প্রজ্ঞা এবং তাঁর রাবূবিয়্যাত (প্রতিপালকত্ব) ও ওয়াহ্‌দানিয়্যাত (একত্ববাদ)-এরই প্রমাণ বহন করে।

টীকা-৮৫. কেননা, সেগুলো সৃষ্ট (মাখ্‌লূক্ব) এবং স্রষ্টার নির্দেশেরই অধীন। বস্তুতঃ যা এমন হয় তা ইবাদতের উপযোগী হতে পারেনা।

টীকা-৮৬. তিনিই সাজ্‌দা ও ইবাদতের উপযোগী;

টীকা-৮৭. শুধু আল্লাহকে সাজ্‌দা করা থেকে

টীকা-৮৮. ফিরিশ্‌তাগণ। তাঁরা–

টীকা-৮৯. শুষ্ক; তাতে ফলমূল ও বৃক্ষলতার (উদ্ভিদ) নাম নিশানাও নেই।

টীকা-৯০. বৃষ্টি বর্ষণ করেছি

টীকা-৯১. আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে সরল ও সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করা থেকে ফিরে যায় ও বিমুখ হয়

টীকা-৯২. আমি তাদেরকে তজ্জন্য শাস্তি দেবো।

টীকা-৯৩. অর্থাৎ কাফির, 'মুলহিদ' ★

টীকা-৯৪. সঠিক আক্বীদাসম্পন্ন মু'মিন; নিশ্চয় সেই উত্তম।

টীকা-৯৫. অর্থাৎ ক্বোরআন করীমের। এবং তারা সেটার সমালোচনা করেছে।

৪০. নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা আমার নিদর্শনসমূহের মধ্যে বাঁকা চলে (৯১) তারা আমার নিকট গোপন নয় (৯২)। তবে কি যাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে (৯৩) সে উৎকৃষ্ট, না যে ক্বিয়ামতে নিরাপদে আসবে সে (৯৪)? যা মনে আসে করো। নিশ্চয় তিনি তোমাদের কর্ম দেখছেন।

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۖ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾

৪১. নিশ্চয় যেসব লোক যিকরের অস্বীকারকারী হয়েছে (৯৫), যখন তারা তাদের নিকট আসলো, তাদের দুর্ভোগের কথা জিজ্ঞাসা করোনা। এবং নিশ্চয় তা সম্মানিত গ্রন্থ (৯৬)।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾

৪২. সেটার প্রতি মিথ্যার রাহা নেই, না সেটার অগ্র থেকে, না পশ্চাত থেকে (৯৭); নাযিলকৃত প্রজ্ঞাময়, সমস্ত প্রশংসায় প্রশংসিতের।

لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

৪৩. আপনাকে বলা হবে না (৯৮), কিন্তু তাই যা আপনার পূর্ববর্তী রসূলগণকে বলা হয়েছে যে, নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক ক্ষমাশীল (৯৯) ও বেদনাদায়ক শাস্তিদাতা (১০০)।

مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٤٣﴾

৪৪. এবং যদি আমি সেটাকে অনারবীয় ভাষার ক্বোরআন করতাম (১০১) তবে তারা অবশ্যই বলতো, 'সেটার আয়াতসমূহ কেন বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়নি (১০২)? কিতাব কি অনারবীয় আর নবী আরবী (১০৩)?' আপনি বলুন (১০৪), 'ঈমানদারদের জন্য তা পথ নির্দেশনা ও রোগ-ব্যাধির আরোগ্য (১০৫)।' এবং ঐসব লোক, যারা ঈমান আনে না, তাদের

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

টীকা-৯৬. অতুলনীয় ও অনুপম; যার একটা সূরায় সমতুল্য অন্য কোন সূরা রচনা করতে সমস্ত সৃষ্টিই অক্ষম।

টীকা-৯৭. অর্থাৎ কোন মতে এবং কোন দিক থেকেও মিথ্যা তার নিকট পর্যন্ত পৌঁছার অবকাশ পেতে পারেনা। তা পরিবর্তন-পরিবর্দ্ধন এবং হ্রাসবৃদ্ধি থেকে মুক্ত ও সংরক্ষিত। শয়তান তাতে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না,

টীকা-৯৮. আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে।

টীকা-৯৯. আপন নবীগণের জন্য (আলায়হিমুস্ সালাম) এবং তাঁদের প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের জন্য।

টীকা-১০০. নবীগণের (আলায়হিমুস্ সালাম) শত্রুগণ ও তাঁদেরকে অস্বীকারকারীদের জন্য।

টীকা-১০১. যেমন, এ কাফিরগণ আপত্তির সূরে বলেথাকে যে, 'এ ক্বোরআন 'আজমী' বা অনারবীয় ভাষায় কেন অবতীর্ণ হলো না?'

টীকা-১০২. এবং আরবী ভাষায় বিবৃত হয়নি, যাতে আমরা বুঝতে পারতাম।

টীকা-১০৩. অর্থাৎ কিতাব (ঐশী গ্রন্থ) নবীর ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় কেন অবতীর্ণ হলো। মোটকথা, ক্বোরআন পাক যদি 'আজমী' বা অনারবীয় ভাষায় হতো, তবুও এই কাফিরগণ আপত্তি করতো। আরবী ভাষায় আসা সত্ত্বেও আপত্তি করছে! কথা হচ্ছে এই-

خوئے بدرا بہانۂ بسیار

(অসৎ লোকের বাহানা-অজুহাত বেশী)। (মোটকথা), এমন আপত্তি উত্থাপন করা সত্য সন্ধানীদের জন্য মোটেই শোভা পায়না।

টীকা-১০৪. ক্বোরআন শরীফ,

টীকা-১০৫. যে, সত্যের পথ দেখায়, পথ-ভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করে, মুর্খতা ও সন্দেহ ইত্যাদি অন্তরের রোগ থেকে আরোগ্য দেয়; শারীরিক ব্যাধিসমূহের জন্যও তা পাঠ করে ফুঁক দেয়া ব্যাধি নিবারণের জন্য কার্যকর।

★ যারা বাহ্যিকভাবে ঈমান প্রকাশ করে; কিন্তু অন্তরে কুফর গোপন করে এবং ক্বোরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট বিধানের অপব্যাখ্যা দেয়।

فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۭ اُولٰۗىِٕكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٤٤﴾

কানগুলোতে বধিরতা রয়েছে (১০৬) এবং তা তাদের উপর অন্ধত্বই (১০৭)। তারা যেন দূরবর্তী স্থান থেকে আহুত হয় (১০৮)।

রুকূ' – ছয়

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ۭ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۭ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿٤٥﴾

৪৫. এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব প্রদান করেছি (১০৯) অতঃপর তাতে মতভেদ ঘটেছে (১১০)। এবং যদি একটা বাণী আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে গত না হতো (১১১), তবে তখনই তাদের মীমাংসা হয়ে যেতো (১১২)। এবং নিশ্চয় তারা (১১৩) অবশ্যই তার দিক থেকে এক প্রতারণাময় সন্দেহের মধ্যে রয়েছে।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَاۗءَ فَعَلَيْهَا ۭ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٤٦﴾

৪৬. যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে সে তার নিজের মঙ্গলের জন্য করে আর যে মন্দকাজ করে তবে তা তার নিজেরই ক্ষতির জন্য করে এবং আপনার প্রতিপালক বান্দাদের প্রতি যুলুম করেন না। ★

টীকা-১০৬. যে, তারা ক্বোরআন পাক শ্রবণ করার মতো নি'মাত থেকে বঞ্চিত।

টীকা-১০৭. যে, বিভিন্ন সন্দেহ ও সংশয়ের অন্ধকাররাশিতে নিমজ্জিত।

টীকা-১০৮. অর্থাৎ তারা তাদের সত্য গ্রহণকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে এমত বস্থায় পৌছে গেছে যে, যেমন কাউকে দূর থেকে আহ্বান করা হলে সে আহ্বানকারীর কথা না শুনতে পায়, না বুঝতে পারে।

টীকা-১০৯. অর্থাৎ পবিত্র তাওরীত।

টীকা-১১০. কেউ কেউ সেটাকে মান্য করেছে, কেউ কেউ অমান্য করেছে। কিছু সংখ্যক লোক সেটাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে। কিছু লোক সেটার প্রতি মিথ্যারোপ করেছে।

টীকা-১১১. অর্থাৎ হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদানকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত না করতেন,

টীকা-১১২. এবং দুনিয়াতেই তাদেরকে এর শাস্তি দেয়া হতো!

টীকা-১১৩. অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবের প্রতি মিথ্যারোপকারীগণ। ★

★ চতুর্বিংশতিতম পারা সমাপ্ত।